NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ জ্বললেন গোলাপি বলের রাজা স্টার্ক, ম্লান বিরাট-রোহিতরা

আইএসএলের হারের হ্যাটট্রিক মহমেডানের ৮

কলকাতা ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৭৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.12.2024, Vol.18, Issue No. 176, 8 Pages, Price 3.00

আরজি কর কাণ্ডে আক্ষেপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার বিকেলে বারুইপুর আদালত দোষীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের প্রশংসা করেন। ঘটনার দু'মাসের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হয়ে দোষীর ফাঁসির সাজা হওয়ায় পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। এরপর সন্ধেবেলা এক সাক্ষাৎকারে সেকথা আরও একবার মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে আক্ষেপের সুরে জানান আরজি কর কাণ্ডে বিচারের কথা।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, তিনি আরজি করের নির্যাতিতার মা-বাবাকে বলেছিলেন, একমাস সময় দিতে। বিচার হবেই। তারপর না হলে তখন সিবিআই দিতে। কিন্তু তার আগেই সিবিআইয়ের হাতে চলে যায় তদন্তভার। এরপর প্রায় চারমাস হয়ে গেলেও আরজি করের চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনের ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া এগোল না তেমন, এই আক্ষেপ শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। সেই সঙ্গে এই ঘটনা ঘিরে গড়ে ওঠা নাগরিক আন্দোলন যে রাজনৈতিক, তা প্রমাণিত বলে এদিন জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন ফেসবুক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আমাদের সমাজে ধর্ষকদের কোনো স্থান নেই। আপনি যদি অন্য ব্যক্তির শরীর, মর্যাদা এবং তাঁর জীবনের মৌলিক অধিকারকে সম্মান না করতে পারেন, তবে একজন মানুষ হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে আপনি ব্যর্থ। আমি পুলিশের কাছে এই তদন্তের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, যা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করা হয়, যা তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের প্রমাণ । একইভাবে ২৩ দিনের স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করার জন্য আমি বিচার বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।' এখানেই শেষ নয়, তিনি এও জানান, 'যদিও সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারও কখনওই ভুক্তভোগীর পরিবারের অপূরণীয় যন্ত্রণা এবং ক্ষতির পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে না। তাঁদের উদ্দেশে আমি বলতে চাই, তাঁদের দুঃখের আমরা সকলেই ভাগীদার। আমিও তাঁদের কষ্টে, বেদনায় মর্মাহত। আমাদের হৃদয় তাঁদের জন্য সমব্যথী।'

এর পাশাপাশি তিনি এও লেখেন, 'আমি এটি আগেও বলেছি এবং আমি আবারও বলব, প্রত্যেক ধর্ষক কঠোরতম শাস্তি-মৃত্যুদণ্ড যোগ্য। সামাজিক জীব হিসেবে, এই জঘন্য সামাজিক ব্যাধি দূর করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে দ্রুত, সময়সীমাবদ্ধ বিচার এবং শাস্তি- একটি শক্তিশালী প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করবে এবং একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠাবে যে এই ধরনের অপরাধ সহ্য করা হবে না। এই কারণে আমি, অপরাজিতা বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি যাতে, আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করতে পারি।'

> সিবিআই তদন্তের মাঝে সময় নষ্ট না হলে হয়তো ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে এতদিনে আরজি কর মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যেত। যেমনটা হয়েছে জয়নগরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের ঘটনায়। মাত্র ৬৩ দিনের মাথায় দোষী সাব্যস্ত ও শাস্তি ঘোষণা হয়েছে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**
> মুখ্যমন্ত্রী

গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় জুনিয়র চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনা তোলপাড় ফেলেছিল গোটা দেশে। পুলিশ তদন্তে নেমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে সিভিক ভলেনন্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে সিবিআই তদন্তে নেমে দ্বিতীয় কাউকে গ্রেপ্তার করা দূর অস্ত। চার্জশিটে সঞ্জয় রায়কেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে

এরপর দুয়ের পাতায়

'শৌর্য দিবসে' কলকাতায় সন্ত সমাজ সহ বহু মানুষকে নিয়ে শ্যামবাজার থেকে সিঁথির মোড় পর্যন্ত বিশাল পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতার বাড়িতে হানা, মাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

ঢাকা, ৬ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে লাগাতার সংখ্যালঘু নিপীড়ন অব্যাহত। এবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নেতার বাড়িতে হামলা! বাধা দেওয়ায় তাঁর মাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে চট্টগ্রামের খাগড়াছাড়ি এলাকায়।

চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারের পর ২ সপ্তাহেরও বেশি কেটে গিয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে উত্তরোত্তর অশান্তি বাড়ছে বাংলাদেশে। অভিযোগ, হিন্দু জানলেই চলছে হামলা। এই অবস্থায় নতুন অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে খাগড়াছাড়ি এলাকায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের আহ্বায়কের বাড়িতে একদল যুবক হানা দিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ। সেই সময়ই বাধা দিতে যান ওই নেতার মা চুমকি দাস। রেহাই পাননি তিনি। বেধড়ক মারধর করা হয় ওই মহিলাকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

উল্লেখ্য, হাসিনা গদি হারানোর পর থেকেই বাংলাদেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে জামাত, হেপাজতে ইসলামের মতো মৌলবাদী দলগুলো। তাদের বাড়বাড়ন্তে বিপন্ন হিন্দুরা। চিন্ময়কৃষ্ণের গ্রেপ্তারির পরই অত্যাচার যে হারে বেড়ে গিয়েছে তাতে বহু হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছেন। ভারতীয় হিন্দু জানলে সেই অত্যাচারের পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়ছে। এদিকে জামাতের মতো দলের কাছে হাত-পা বাঁধা ইউনুস সরকারের। এই পরিস্থিতিকেই কাজে লাগাতে চাইছে পাকিস্তান। যাতে চিন্তার ভাঁজ ভারতের কপালে। কারণ পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে বাংলাদেশে

কুলতলি ধর্ষণ-কাণ্ডে ৬৩ দিনে ফাঁসির সাজা মুস্তাকিন সর্দারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলতলি: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্তের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করল আদালত। বৃহস্পতিবার ওই মামলায় মূল অভিযুক্ত মুস্তাকিনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বারুইপুরের ফাস্ট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্টের বিচারক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। এর পর শুক্রবার রায় ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি, মৃতার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার প্রায় ২ ঘণ্টার সওয়াল-জবাব শেষে মুস্তাকিন সর্দারের মৃত্যুদণ্ড শোনালেন বারুইপুর পকসো আদালতের বিচারক। শুক্রবার আদালতে তোলার সময় সংবাদমাধ্যমের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'আমি কিছু করিনি। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।' 'কে ফাঁসাল?', এই প্রশ্নের উত্তরে মুস্তাকিন বলেন, 'পার্টির তরফে ফাঁসানো হয়েছে।' পরে আদালতে ২ ঘণ্টার সওয়াল-জবাব চলে। মুস্তাকিনের আইনজীবীও বিচারকের উদ্দেশে বলেন, 'বাবা অসুস্থ হওয়ার পর পড়াশোনা ছেড়ে কাজ শুরু করেছিল মুস্তাকিন। সেই সময় সে নাবালক। ওর বিরুদ্ধে আগে কোনও মামলা নেই। ও জড়িতও নয়। পরিবারের কথা বিবেচনা করবেন। ওর বয়স বিবেচনা করে ওকে শুধরে নেওয়ার সুযোগ দিন।'

ফাঁসির দাবিতে সওয়াল করেন সরকারি আইনজীবী। তাঁর বক্তব্য, মুস্তাকিনকে যে যে ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে চারটি ধারায় সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসি। বছর কুড়ি পর যদি অপরাধী বাইরে বেরিয়ে আসেন, তখন সমাজে কী প্রতিক্রিয়া হবে? সরকারি আইনজীবী বিভাসবাবু বলেন, 'মেয়েটি বিশ্বাস করে ওর সাইকেলে উঠেছিল। এরপর মেয়েটিকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করেছে! এটা পূর্বপরিকল্পিত। মুখ টিপে, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে শক্ত জমির ওপর বার বার মাথা ঠুকে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটির শরীরে ৩৮টি আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। নৃশংস ঘটনা! একে ক্ষমা করা হলে ভবিষ্যতে আবার ঘটবে এই ধরনের ঘটনা।' সরকারি আইনজীবী আরজি করের নিহত মহিলা চিকিৎসকের প্রসঙ্গও তোলেন। শেষমেষ সরকার পক্ষের আইনজীবীর ফাঁসির

আবেদনেই সাড়া দিলেন বিচারক। মামলার রায়দানের পর সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'নৃশংস ঘটনা। বিরল ঘটনা। তাই ফাঁসির আবেদন করেছিলাম আমরা। বিচারক দোষীকে ফাঁসির সাজাই দিয়েছেন। এই মামলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ডিএনএ প্রোফাইল মিলে গিয়েছে। ফলে সন্দেহের আর কোনও অবকাশই থাকে না।'

প্রসঙ্গত, গত অক্টোবর মাসে এক নাবালিকার মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি। রাতভর এক নাবালিকাকে খোঁজাখুঁজির পর যখন দেহ উদ্ধার হয়, তখন ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল এলাকাবাসী। পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছিল পুলিশকে। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। পরের দিন বারুইপুর আদালতে পেশ করা হয় অভিযুক্তকে।

৫ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) অভিযুক্ত মুস্তাকিন সর্দারকে দোষী সাব্যস্ত করে বারুইপুর পকসো আদালত। আর শুক্রবার প্রায় ২ ঘণ্টার সওয়াল-জবাব শেষে মুস্তাকিন সর্দারের মৃত্যুদণ্ড শোনালেন বারুইপুর পকসো আদালতের বিচারক। পকসো আইনে, খুনের মামলা ও ধর্ষণ-খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত। ঘটনার ৬৩ দিনের মাথায় সাজা ঘোষণা করল আদালত। এই মামলায় মোট ৩৬ জন সাক্ষী ছিলেন।

আরজি করের আন্দোলনের আবহে প্রকাশ্যে এসেছিল জয়নগরের ঘটনা, যার জেরে বিস্তর শোরগোলও পড়েছিল প্রাথমিক ভাবে। জয়নগরে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছিলেন আরজি করের আন্দোলনকারীরাও। শুধু তা-ই নয়, ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের অনশনমঞ্চের সামনে নির্যাতিতা নাবালিকার 'প্রতীকী মূর্তি'ও রাখা হয়েছিল। 'জাস্টিস ফর আরজি কর'-এর পাশাপাশি 'জাস্টিস ফর জয়নগর' স্লোগানও উঠেছিল। অন্য দিকে, চার মাস কেটে গেলেও আরজি কর-কাণ্ডের বিচারপ্রক্রিয়া এখনও চলছে। ওই মামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছিল সিবিআইয়ের হাতে। সিবিআই শিয়ালদা আদালতে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে। শুরু হয়েছে বিচারপ্রক্রিয়া। অন্য দিকে, মাত্র ৬৩ দিনের মাথায় বিচার এল জয়নগরকাণ্ডে।

গত ৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। মেয়ে বাড়ি না-ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের লোকজন। স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়া হয় প্রথমে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগও ওঠে। এর পর গভীর রাতে বাড়ির কাছের জলাজমি থেকে মেলে মেয়েটির দেহ। ওই রাতেই গ্রেফতার হয় মুস্তাকিন। পরের দিন সকালে পুলিশ, স্থানীয় নেতারা এলাকায় গেলে, তাঁদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। হামলা চলে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতেও। ঘটনার পরে প্রাথমিক ভাবে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। পরে আদালতের নির্দেশে পকসো ধারা যুক্ত করা হয়। ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে শাস্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করা হয়। ঘটনার ২৬ দিন পর, গত ৩০ অক্টোবর চার্জশিট পেশ করে তদন্তকারী দল। ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয় সাক্ষ্যগ্রহণ। মোট ৩৬ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল ওই মামলায়।

শুক্রবার সকালে বছর উনিশের মুস্তাকিনের সাজার মেয়াদ নিয়ে শুনানি ছিল। সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে লকআপ থেকে আদালত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অপরাধীকে। দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে শুরু হয় শুনানি। দু'পক্ষের আইনজীবী এবং দোষীর বক্তব্য শোনার পর রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন বিচারক। এরপর বিকেলে রায় ঘোষণা করেন তিনি।

কমিটিকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের হিংসার ঘটনা নিয়ে এবার সরাসরি নোবেল কমিটিকে চিঠি দিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। মহম্মদ ইউনুসের নোবেল শান্তি পুরস্কার পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। শুক্রবার নোবেল কমিটিকে চিঠি দিয়ে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো লেখেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তের নাম হিংসা ও অত্যাচারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে।

নোটের বান্ডিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক মনু সিংভির আসন থেকে মিলল ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল! শুক্রবার এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। তবে রাজ্যসভার আসনে টাকা উদ্ধারের তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট সাংসদের নাম প্রকাশ করা নিয়ে রাজ্যসভায় প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে।

কৃষক মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: হরিয়ানার শম্ভু সীমানায় আটকে দেওয়া হল কৃষক সংগঠনের মিছিল। আর এগোতে দেওয়া যাবে না বলে পুলিশ জানাতেই কৃষকরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে। তখনই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে হয়েছে। এই ঘটনায় ছ'জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন কালীঘাটের কাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক জামিন। পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা, কুন্তল ঘোষের পর, এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন মঞ্জুর হল কালীঘাটের কাকুর। অবশেষে কিছুটা স্বস্তি পেলেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। শুক্রবার ইডির মামলায় তাঁর জামিন মঞ্জুর হয় হাইকোর্টে। হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ শুক্রবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন।

কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন তিনি। শুক্রবার সকালেই সেই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে। সেখানেই এদিন শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়েছে সুজয়কৃষ্ণকে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। এমনকী জেল হেপাজতে থাকাকালীন তাঁর হার্ট অপারেশনও হয়। দীর্ঘ সময় তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। অসুস্থতার যুক্তি দেখিয়ে একাধিকবার আদালতে জামিনের আর্জি জানিয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। এরই মধ্যে অন্য একটি মামলায় সম্প্রতি তাঁকে হেপাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সিবিআই। আর শুক্রবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মামলা থেকেই

স্বস্তি শর্ত

- তাঁকে জমা রাখতে হবে পাসপোর্ট।
- আদালতের অনুমতি ছাড়া পশ্চিমবাংলার বাইরে যেতে পারবেন না।
- মামলার সঙ্গে যুক্ত কোনও তথ্য প্রমাণ নষ্ট করতে পারবেন না।
- মামলার সাক্ষীদের প্রভাবিত করা যাবে না।
- ট্রায়াল কোর্টে যেতে হবে।
- মোবাইল নম্বর বদল করা যাবে না।

অব্যাহতি পেলেন তিনি।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন, মামলায় জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর, কবে জেলমুক্তি ঘটবে তাঁর? জেলমুক্তির বিষয়ে নজর ছিল সিবিআইয়ের শোন অ্যারেস্টের দিকে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা শোন অ্যারেস্টের আবেদন করেছিল, কিন্তু এখনও তা হয়নি। ফলে, ইডির মামলায় জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর, তাঁর জেলমুক্তি ঘটবে। তবে জেলমুক্তি হলেও, তাঁকে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি শর্ত। শুক্রবার আদালত জানিয়েছে, তাঁকে জমা রাখতে হবে পাসপোর্ট। আদালতের অনুমতি ছাড়া পশ্চিমবাংলার বাইরে যেতে পারবেন না। মামলার সঙ্গে যুক্ত কোনও তথ্য প্রমাণ নষ্ট করতে পারবেন না। মামলার সাক্ষীদের প্রভাবিত করা যাবে না। এছাড়াও ট্রায়াল কোর্টে যেতে হবে, মোবাইল নম্বর বদল করা যাবে না।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র অর্থাৎ কালীঘাটের কাকুকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। সেই মামলার প্রেক্ষিতে জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়ে ছিলেন তিনি। গত মাসেই শেষ হয় শুনানি। এবং শুক্রবার সেই আবেদন মঞ্জুর করা হয়। তবে অন্য মামলাও রয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের। সিবিআইয়ের একটি মামলায় হাইকোর্টে আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। তা মঞ্জুর হলেই জেলমুক্তি হবে তাঁর।

উল্লেখ্য, ২৯ নভেম্বর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেয়েছেন কুন্তল ঘোষ। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ কুন্তলের জামিন মঞ্জুর করেছে। জামিনের পর তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল একগুচ্ছ শর্ত।

ফুটন্ত ঘুগনিতে পড়ে শিশুর পাঁচদিনের জীবনযুদ্ধ শেষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: ফুটন্ত ঘুগনির হাঁড়িতে পড়ে ঝলসে গিয়েছিল শরীরের অর্ধেকাংশ। পাঁচদিনের লড়াই শেষে শুক্রবার মৃত্যু হল একরত্তি শিশুর। মর্মান্তিক ঘটনাটি বীরভূমের ধনঞ্জয়পুরের। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, দেহের অধিকাংশ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিশুটিকে বাঁচানো যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শিশুটির নাম আকসাম শেখ। বয়স ১ বছর ৯ মাস। বাড়ি বীরভূমের ধনঞ্জয়পুরে। সোমবার বাড়িতে ঘুগনি তৈরি করছিলেন তার মা। পাশেই খেলা করছিল ছোট্ট আকসাম। রান্না করতে করতে শিশুটিকে ঘুগনির হাঁড়ির সামনে রেখে মশলা আনতে উঠে গিয়েছিলেন মহিলা। তার মধ্যেই দড়াম করে শব্দ। দৌড়ে এসে মহিলা দেখলেন উনুনের পাশে রাখা ঘুগনির কড়াই গড়াচ্ছে। আর তাঁর দুধের শিশুটি পড়ে রয়েছে তার মধ্যে। সামন্যতম সময়ের ব্যবধানেই ঘটে যায় বীভৎস ঘটনা। শিশু এবং মায়ের আর্ত চিৎকারে পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং প্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে দেড় বছরের শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। শুক্রবার হাসপাতাল থেকে শিশুটির মৃত্যুর খবর পৌঁছতেই শোকের আবহ বীরভূমের ধনঞ্জয়পুরে।

পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, সোমবার ছোট্ট আকসামের মা মানুয়ারা বেগম উনুনে ঘুগনি রান্না করছিলেন। উনুন থেকে গরম ঘুগনির কড়াইটি পাশে নামিয়ে ঘরের ভিতরে মশলা যেতেই রান্নাঘরে হামাগুড়ি দিতে দিতে ছেলে আকসাম পড়ে যায় ঘুগনির কড়াইতে। শরীরের ৯০ শতাংশই পুড়ে গিয়েছিল শিশুটির। শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মুরারই হাসপাতালে। সেখান থেকে পরে বীরভূমের রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার শারীরিক পরিস্থিতি দেখে সেখানকার চিকিৎসকরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করেছিলেন। শুক্রবার সকালে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বর্ধমান মেডিক্যালের পুলিশ মর্গেই ময়নাতদন্ত হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৮৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Swayamber Shaw Sold nameV S/o. Bijnath Shaw R/o. South Naldanga, Santipally, Naldanga, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shyambar Shaw (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Swayamber Shaw & Shyambar Shaw S/o. Bijnath Shaw উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Raja Babu Shaw.

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৩৯৯ নং এফিডেভিট বলে Mallika Das W/o. Tapas Das ও Mallika Ruidas W/o. Tapas Ruidas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৮৭৪ নং এফিডেভিট বলে Madhusudan Koley S/o. Nimai Chandra Koley ও Madhusudan Kole S/o. Nimai Kole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬২২১ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Chatterjee S/o. Ajit Chatterjee ও Swapan Chatterjee S/o. A. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Prasanta Paul (old name) S/o. Gayanath Pal R/o. Onkarnath Lane, Keota, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Prasanta Kumar Paul (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Prasanta Paul & Prasanta Kumar Paul S/o. Gayanath Pal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Projesh Kumar Paul.

বিজ্ঞপ্তি

ধুলিয়ান ঠাকুর পাড়ার শশীশেখর শিব মন্দিরের সংস্কার কার্য শুরু হচ্ছে আগামী ১১-১২-২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় ভিতপূজার মধ্যদিয়ে আপনাদের সবার উপস্থিতি ও সবরকম সহযোগিতা কামনা করছি।

শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব সেবা ট্রাস্ট
ধুলিয়ান মুর্শিদাবাদ,
ফোনঃ- ৯০৪৬৫৯৯২৯০।

জনবিজ্ঞপ্তি

আমি আলতাবুর রহমান মোল্যা পিতা সারাফাত হোসেন মোল্যা মৌজা ঘুনিমেঘী খতিয়ান নং - 428 দাগ নং - 122, 123, 124, 125, 127, 128 নং দাগে 9989/24 নং পাওয়ারমুলে 10123/24 নং কোবলা দলিল মুলে খরিদ করি যাহা ভাঙড় - ১ বি.এল.আর.ও. অফিসে মিউটেশনের হেয়ারিং আছে পাওয়ারকৃত দলিলে কোন অভিযোগ থাকলে ১ সপ্তাহের মধ্যে B.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৭ ই ডিসেম্বর, ২১ শে অগ্রহায়ণ । শনি বার । ষষ্ঠী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র দশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

TENDER

Sealed tenders are invited by the Prodhan, Shyamnagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Shyamnagar, Nadia. **NIT No.197/SGP/ 2024-2025,** for verious schemes. Last date of application **11.12.2024.** For details please contact the Office.

Sd/- Prodhan,
Shyamnagar Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি, **আব্দুল মহসীন মল্লিক**, পিতা- মরহুম সহিদ মল্লিক, সাং- বিরেন্দ্রনগর, উত্তরপাড়া, পোঃ- কাশ্বারা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, হাল সাং- জোড়া অশ্বত্থতলা, পোঃ- কাশ্বারা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। গত ১৬/১১/২০২৪ তারিখে বাড়ি থেকে আলিনগড় যাবার পথে আমার ব্যাগ থেকে দলিলটি হারাইয়া যায় যাহা **চুঁচুড়া এ.ডি.এস.আর. অফিস হুগলীতে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫০০/১৯৯৯ নং দলিল** হইতেছে।

উক্ত দলিল টি হারিয়া যাওয়ার দরুন আমি পোলবা থানায় একটি জি.ডি. করিয়াছি যাহার **জি.ডি. নং- ১৩৫৪, তারিখ- ১৮/১১/২০২৪।** আমার বিশেষ নিবেদন উক্ত দলিল খানি যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহা হইলে ৮০০১৭১৭৭০০ নং ফোন নম্বর মারফৎ আমাকে জানাইলে আমি উপকৃত হইব। ইতি-

আব্দুল মহসীন মল্লিক

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলীর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত চুঁচুড়া
২০২৩ সালের–৩৯৫ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।

সুজিত কুমার ঘোষ দীং ....বাদী
(বনাম)
বিপ্লব ঘোষ দীগর ......বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, ইমামবাজার, ফার্স্টলেন, থানা-চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা-হুগলী নিবাসী ৺অধীর ঘোষ এর পুত্র বাদী নং- ১) **শ্রী সুজিত কুমার ঘোষ,** বাদী নং (২) **শ্রী তপন কুমার ঘোষ** এবং কন্যা বাদী নং- (৩) **শ্রীমতী বাসন্তী দত্ত** বিবাদীগনের বিরুদ্ধে জেলা- হুগলী, মৌজা- বালী, থানা- চুঁচুড়া, জে.এল. নং-৯ এল.আর. খতিয়ান নং- ৯০, এবং ৩৩৩০, এল.আর দাগ নং-৪৪২০, বাস্তু- ০.২৪ একর সম্পত্তি পার্টিশানের প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা রজু করেন। উক্ত মোকর্দ্দমার ইমামবাজার ফার্স্টলেন, থানা–চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী নিবাসী ৪ নং বিবাদী **কল্যানী ঘোষ,** স্বামী- ৺সমর কুমার ঘোষ, এবং ৫নং বিবাদী ভিকু ঘোষ, পিতা- ৺সমর কুমার ঘোষ ২০২৫ খৃষ্টাব্দের ২২-০১-২০২৫ তারিখে অত্রাদালতে সকাল ১০-৩০ মিঃ ঘটিকায় স্বয়ং কিম্বা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় তাহাদের বক্তব্য পেশ করিবেন অথবা জবাব পত্র দাখিল করিবেন। নচেৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধে একতরফা অর্ডার প্রচারিত হইবে।

বাদীর তরফে
শান্তনু চ্যাটার্জ্জী (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর সিভিল জজ
(সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী শ্রাবনী ব্যানার্জ্জী স্বামী অসীম কুমার ব্যানার্জ্জী সাকিম বাঁশবেড়িয়া দক্ষিণপাড়া মেন রোড, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ বিগত ইং 19/03/2024 তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3279/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মুলে **শ্রী চন্দন ঘোষ** পিতা কালীপদ ঘোষ সাকিম বাঁশবেড়িয়া নবীন পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 22/05/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5353/ 2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে আমার মক্কেল **স্বাতীলেখা সরকার,** পিতা শান্তিব্রত সরকার সাকিম ৩৬/১ মহাকালীতলা বাই লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বাঁশবেড়িয়া, 53 নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস 1726 নং তথা বিক্রেতার নামিয় হাল এল.আর. 3833 খতিয়ান, সাবেক 2467/ 3368 তথা হাল এল.আর. 4387 নং দাগে বাস্তু জমি 0.046 একর সম্পত্তি তন্মধ্যে 0.0165 একর তদুপরিস্থিত ১০০ বর্গফুট টালির গৃহাদী সহ আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **স্বাতীলেখা সরকার,** পিতা শান্তিব্রত সরকার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল. আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipur.
Succession Certificate Case No. 71 of 2017
Sri Soumitra Dutta... Petitioner
V/s
Smt Tanusri Dutta ..Opposite party

এতদ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, **সৌমিত্র দত্ত** পিতা-মৃত শশধর দত্ত, সাকিন – নিশ্চিন্দিপুর পট্টি, আলামগঞ্জ, পোষ্ট- ঘাটাল, থানা – ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে **শ্রীমতী তনুশ্রী দত্ত,** স্বামী- শ্রী দেবব্রত দত্ত, পিতা – মৃত শশধর দত্ত, সাকিন – কাছারি রোড, পোস্ট – কাটোয়া, থানা - কাটোয়া, জেলা - বর্ধমান, এ উইল মোতাবেক একটি Succession Certificate Case No. 71 Of 2017 মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা আগামী 08.01.2025 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

তপশীল

1. **A/C No. 0181010459891** In the name of **Sashadar Dutta** In the **United Bank of India,** Ghatal Branch.......**Rs. 4,37,822.34**
2. **A/c No. 0181010004950** In the name of **Sashadar Dutta** In the **United Bank of India** Ghatal Branch ....**Rs. 3,111.00**
3. **A/c No. 7107115861 (MIS) Rs. 4,03,500.00 (MIS) Interest Rs. 17,100.00. Total Rs. 8,61,533.34** plus interest till realization.

আদেশানুসারে
Laxman Sing
Sheristadar
তাং-21/11/2024
District Delegate, Paschim Medinipur

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সন্তোষ দাস, ৩৪, বাগমারী রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪, তাহার অ্যারিজিনাল পিট দলিল যাহার নং ০৫০৪৭/২০০৮ তাহা হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল মানিকতলা থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ১৮৭ তারিখে ০৩/১২/ ২০২৪। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বিক্রয় করিতে চলেছেন।

এমতাবস্থায় উক্ত দলিল গুলি সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোন প্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
সুমন দত্ত
এ্যাডভোকেট
হাইকোর্ট, কলিকাতা

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১ ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২৯৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৮৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৭৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য স্পেশ্যাল শিক্ষক নিয়োগ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য স্পেশ্যাল এডুকেটার পদে ২৫০০ শিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। জানা গেছে, উচ্চ প্রাথমিক ও নবম, দশম পর্যায়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এই নিয়োগ হবে। রাজ্য মন্ত্রিসভা নিয়োগের বিষয়ে ছাড়পত্র দিয়েছে। তবে এই বিশেষ শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। সাধারণ বিএড প্রার্থীরা এই পদের জন্য আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। রিহ্যাবিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত স্পেশ্যাল এডুকেশনে বিএড করলে তবেই এই শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া যাবে। এই পদে নিযুক্ত শিক্ষকদের একাধিক স্কুলে ক্লাস করতে হতে পারে বলে খবর।

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য নির্দিষ্টভাবে শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি এতদিন রাজ্যে ছিল না। ফলে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের স্কুলগুলিতে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিত, যার মধ্যে অন্যতম শিক্ষকের সংকট। সেই সমস্তা মিটতে চলেছে। রাজ্যে এই প্রথম বিশেষ ভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য নির্দিষ্টভাবে শিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য। রাজ্যের উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং চলছে। অনেকে ইতিমধ্যে স্কুলে যোগও দিয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকার দরুন চাকরির দাবি তুলে একাধিক বার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন অনেকেই। সেই সমস্যা মিটতে চলেছে। ফের নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ হতে চলেছে রাজ্যে। চাকরিপ্রার্থীদের অবশ্য বক্তব্য, রিহ্যাবিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত স্পেশ্যাল এডুকেশনে বিএড প্রার্থীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। রাজ্যের সিংহভাগ পড়ুয়াই সাধারণ বিএড করেছেন। ফলে তাঁরা এই নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন না। নবম থেকে দ্বাদশ এসএলএসটি বা আপার প্রাইমারি টেট নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

পশ্চিমবঙ্গে বীমা সচেতনতা, প্রসার বৃদ্ধি টাটা এআইএ'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড (টাটা এআইএ) পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রধান বীমা প্রদানকারী হিসাবে রাজ্যে বীমার প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইআরডিএআই-এর '২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বীমা' দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে, টাটা এআইএ রাজ্যজুড়ে একাধিক উদ্যোগ চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রচারাভিযান 'বীমারথ', শাখাগুলোতেও গ্রাহক সংযোগ কর্মসূচি 'মাসিক বীমা দিবস', এবং স্থানীয় থিম ও ইনফ্লুয়েন্সারদের নিয়ে সামাজিক মাধ্যম প্রচারাভিযানের আয়োজন করা হয়েছে।

কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চল-সহ দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের ১২টি জেলায় বীমা সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এই প্রচারাভিযানটি রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের গ্রাহকদের, যেমন তরুণ পেশাজীবী, গৃহিণী, ব্যবসায়ী এবং এমএসএমই-দের লক্ষ্য করে পরিচালিত হচ্ছে। বীমারথ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, টাটা এআইএ প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীদের তত্ত্বাবধানে এই এলাকাগুলিতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রদান করছে। কলকাতা ছাড়াও ডিসেম্বর মাসে 'বীমারথ' কার্যক্রম পুরুলিয়া, সিউড়ি, কাটোয়া, রানাঘাট, বহরমপুর, মালদা, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং দার্জিলিং-এর মতো জেলাগুলিতে পরিচালিত হবে।

হাজার স্কুলে বসবে সৌর প্যানেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকল্প শক্তির ব্যবহারে উৎসাহ দিতে রাজ্যের আরও এক হাজার স্কুলের ছাদে সৌর প্যানেল বসাবে রাজ্য সরকার। শিক্ষা দপ্তর ইতিমধ্যেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। জেলাগুলির কাছ থেকে উপযুক্ত স্কুলের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে প্রস্তাবিত স্কুল ভবনে ১০০০ বর্গফুট ছায়াবিহীন ছাদ থাকতে হবে। দক্ষিণ দিকে বড় কোনও বিল্ডিং বা বড় গাছ থাকলে চলবে না। কংক্রিটের পোক্ত ছাদ, স্থায়ী সিঁড়ি, পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে এমন স্কুল ভবনে সৌর প্যানেল বসানো যাবে। কলকাতা থেকে ৪৫টি স্কুল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৮৮টি স্কুলকে ইতিমধ্যেই মনোনীত করা হয়েছে। এই আগেও ধাপে ধাপে কয়েক হাজার স্কুলে এই প্যানেল বসানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিদ্যুৎ খরচ কমাতে রাজ্য সরকার আরও বেশি করে সৌর শক্তির উপরে জোর দিচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন এইজন্যে চুয়াত্তর কোটি তেইশ লক্ষ টাকা খরচ করে ছয় হাজার ৮৪৪টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্যানেল চালু হলে ৩৫ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল বাঁচবে বলে তিনি জানান।

বাসের রেষারেষি রুখতে উদ্যোত পরিবহণ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রী তোলার নাম করে কলকাতার রাস্তায় যত্রতত্র অকারণে বাস, মিনিবাস দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না। কোনও বাস স্টপেও বাস দীর্ঘ সময় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবেন না চালকরা। সর্বাধিক ৬০ সেকেন্ডই দাঁড়াতে পারবে বাস। শহরের রাস্তায় বাসের রেষারেষির জেরে পথদুর্ঘটনা এড়াতে এমনই নিয়ম চালু করতে চাইছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর।

তার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরের (এসওপি) খসড়াও তৈরি করেছে তারা। সেই খসড়াতেই বেশ কয়েকটি নতুন নির্দেশিকা রাখা হয়েছে শহরে দুর্ঘটনা বন্ধের জন্য। খুব শীঘ্রই সরকারি ভাবে এই এসওপি প্রকাশ করতে চায় পরিবহণ দপ্তর। তবে তার আগে বাস মালিক, চালকদের সংগঠনের পাশাপাশি পুলিশ, পরিবহণ বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষের মতামতও নিতে চায় তারা। পরিবহণ দপ্তর সূত্রের খবর, এই এসওপি'র মধ্যে বলা হচ্ছে, রাস্তায় যে কোনও জায়গায় নয়, বাস স্টপেই বাসকে দাঁড়াতে হবে।

রেল, ডিভিসি'কে নিয়ে বৈঠক মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিভিসি, রেল-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার অসহযোগিতার কারণে রাজ্যের প্রায় ১০ লক্ষ পরিবার বা ৫০ লক্ষ মানুষ জল জীবন মিশন প্রকল্পের বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিলম্বে ওই সব সংস্থার সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার সামধান করতে তিনি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দেন। তারপরেই রেল, ডিভিসি, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, আইওসিএল-সহ কয়েকটি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিয়ে এই দিনের বৈঠকে বসল নবান্ন। সোমবার সকাল ১১টা থেকে মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ নবান্নে ওই সব কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে নিয়ে বৈঠক করেন। নবান্ন সূত্রে খবর, শুক্রবার বৈঠকে মুখ্য সচিব বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে অনুরোধ করেছেন দ্রুত সমস্যার সমাধান করার জন্য। কেন্দ্রীয় সংস্থা গুলির তরফেও দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস মিলেছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত গত সোমবার বিধানসভা থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জেলাশাসকদের সঙ্গে জল প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি বিস্তারিত পরিসংখ্যাণ তুলে ধরে ওই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোটের প্রচারে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে, অথচ কেন্দ্রের বিভিন্ন দফতরের জন্য রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এরমধ্যে রেলওয়ের জন্য ১ লক্ষ ৩৪ হাজার পরিবার জল পাচ্ছে না। এনএইচ এর জন্য ১ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবার জল পাচ্ছে না।এ প্রসঙ্গে ডিভিসিকে এক হাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডিভিসি শুধু বন্যার জল ছাড়তে জানে, খাবার জল দেয় না। ওদের জন্য প্রায় ৪ লক্ষ পরিবার পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এদিকে জল চুরি রুখতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন। যে সব ঠিকাদার সংস্থা ঠিকমত কাজ করছেনা তাঁদের কালো তালিকা ভুক্ত করারও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে কাজে গাফিলতির অভিযোগে একাধিক ঠিকাদার, একাধিক ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে আইনি পদেক্ষপ নেওয়ার কথাও জানান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

আরজি কর কাণ্ডে আক্ষেপ মমতার

প্রথম পাতার পর

দেখানো হয়েছিল। এখন শিয়ালদা আদালতে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলছে।

এই পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রীর গলায় ছিল স্পষ্টতই আক্ষেপের সুর। মমতা এদিন জানান, সিবিআই তদন্তের মাঝে সময় নষ্ট না হলে হয়তো ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে এতদিনে আরজি কর মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যেত। যেমনটা হয়েছে জয়নগরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের ঘটনায়। মাত্র ৬৩ দিনের মাথায় দোষী সাব্যস্ত ও শাস্তি ঘোষণা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। মেয়ে বাড়ি না-ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের লোকজন। স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়া হয় প্রথমে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগও ওঠে। এর পর গভীর রাতে বাড়ির কাছের জলাজমি থেকে মেলে মেয়েটির দেহ। ওই রাতেই গ্রেফতার হয় মোস্তাকিন সর্দার নামের এক ব্যক্তি। পরের দিন সকালে পুলিশ, স্থানীয় নেতারা এলাকায় গেলে, তাঁদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। হামলা চলে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতেও। ঘটনার পরে প্রাথমিক ভাবে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। পরে আদালতের নির্দেশে পকসো ধারা যুক্ত করা হয়। ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে শাস্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করা হয়। ঘটনার ২৬ দিন পর, গত ৩০ অক্টোবর চার্জশিট পেশ করে তদন্তকারী দল। ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয় সাক্ষ্যগ্রহণ। মোট ৩৬ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল ওই মামলায়। বৃহস্পতিবার মূল অভিযুক্ত মুস্তাকিনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বারুইপুরের ফাস্ট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্টের বিচারক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। এর পর শুক্রবার রায় ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি, মৃতার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

সুফি ফতেহ আলি দরবারে দু'দিন ব্যাপী সামাজিক কর্মসূচি: মানিকতলায় রসুলে নোমা সমাজ সংস্কারক সুফি ফতেহ আলি ওয়েসি রহ, এঁর স্মরণে দু'দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ব্যতিক্রমী ভাবে মসজিদের মধ্যে রক্তদান শিবির হয়। একদিকে মানুষ নামাজ আদায় করছেন, আর অন্যদিকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মহিলা, পুরুষ-সহ বহু রক্তদাতার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা বেশি ছিলেন।

ভারতে দ্রুত বাড়ছে বর্তমান মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্র

অশোক সেনগুপ্ত

'ভারতে বর্তমান মিডিয়া ও এন্টারটেনমেন্ট ক্ষেত্র ৭ শতাংশ হারে বাড়ছে। ২০৩০-এ এই ক্ষেত্রের বার্ষিক ব্যবসা প্রায় সাড়ে চার ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে বলে অনুমান। এই বিপুল প্রসারে দেশে এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের একটা অন্য দিক খুলে যাচ্ছে।' শুক্রবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো (পিআইবি) ও 'সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন' (সিবিসি)-র পূর্বাঞ্চলীয় মহানির্দেশক (ডি জি) টি ভি কে রেড্ডি।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ থেকে ৯ তারিখে নয়াদিল্লিতে হবে 'ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট' (ওয়েভস)। তার আগে 'পিআইবি' এবং 'সিবিসি' এদিন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিট্যুটে (এসআরএফটিআই) 'ওয়েভস' নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। তাতেই রেড্ডি প্রারম্ভিক ভাষণে ওই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, আগে জীবন বলতে মানুষ বুঝতো 'রোটি কাপড়া আউর মকান'। এখন ওগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুঠোফোন। মুঠোফোন ছাড়া এখন জীবন প্রায় অচল। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হওয়ার পথে। এই বিকাশে মিডিয়া ও এন্টারটেনমেন্ট ক্ষেত্রের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মঞ্চে 'ওয়েভস'-এর ওপর তিনটি প্রচারমূলক ভিডিও দেখানো হয়। পিআইবি-র আধিকারিক পার্থ ঘোষ জানান, 'ওয়েভস'-এর জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এ ধরণের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের অংশগ্রহণকারীরা যথেষ্ঠ ভালো মান দেখান।' এ দিনের সমাবেশে মূল শ্রোতা ছিলেন এসআরএফটিআই-এর শিক্ষার্থীরা। পার্থবাবু তাঁদের নিজস্ব শিল্পমনস্কতা প্রমাণের চেষ্টায় ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আবেদন করেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়ে ক্যামেরার আধুনিক কৌশল এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক শুভ্র সাহা। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিল্ম স্টাডিজ'-এর বিভাগীয় প্রধান তথা যাদবপুরের কমিউনিটি রেডিও চেয়ারপার্সন অভিজিৎ রায়, এসআরএফটিআই-এর রেজিস্ট্রার তথা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন-এর আঞ্চলিক আধিকারিক ডঃ সুশ্রুত শর্মা প্রমুখ।

এদিন প্রেক্ষাগৃহের বড় পর্দায় 'মিশন লাইফ'-এর ওপর দুটি প্রচারমূলক ভিডিও দেখানো হয়। এই ব্যাপারে আলোচনা করেন এক অভিজ্ঞ সাংবাদিক।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ২০২৪, ২১ অগ্রহায়ণ, শনিবার

পুলিশের পোস্ট ‘জাস্টিস ফর জয়নগর!’ অভিনন্দন মমতারও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ খুনের ঘটনার মাস দেড়েকের মধ্যেই জয়নগরে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে। সেই ঘটনার ৬২ দিনের মাথায় শুক্রবার জয়নগরকাণ্ডে অভিযুক্তে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে বারুইপুরের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। আরজি করকাণ্ডে পর কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। তবে জয়নগরের ক্ষেত্রে সেই প্রশ্ন তোলার সুযোগ দেয়নি পুলিশ।

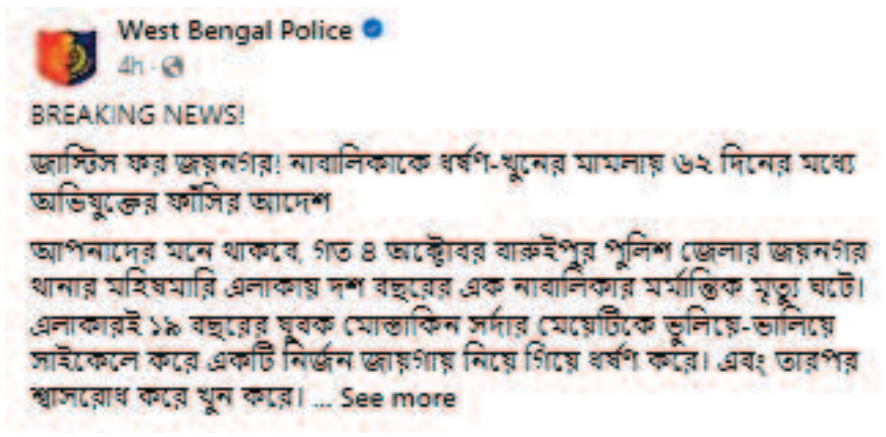

এদিন আদালতের রায় ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই জয়নগরের ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তির কথা উল্লেখ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে রাজ্য পুলিশ। আরজি কর কাণ্ডের পর ঠিক যেভাবে চিকিৎসক এবং সাধারণ মানুষের আন্দোলন থেকে জাস্টিস ফর আরজি কর স্লোগান তুলে ন্যায় বিচারের দাবি উঠেছিল, এদিন সেই সুরেই রাজ্য পুলিশের এই পোস্টের শিরোনামে লেখা হয়েছে ‘জাস্টিস ফর জয়নগর’। জয়নগরের ঘটনায় আদালত অভিযুক্তকে ফাঁসির নির্দেশ দেওয়ার পর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘গত ৪ অক্টোবর জয়নগরে নাবালিকার নৃশংস ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার ৬২ দিনের মাথায় মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে বারুইপুর পকসো আদালত। দু’মাসের মধ্যে এরকম ঘটনায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার নজির রাজ্যে নেই। এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য আমি পুলিশ এবং বিচারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহিলাদের উপরে নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্য সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে, যাতে বিচার পেতে দেরি না হয় এবং কেউ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিতও না হয়।’

প্রসঙ্গত, গত ৪ অক্টোবর জয়নগরে এক নাবালিকা বাবার দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে একটি ক্ষেতের আল থেকে উদ্ধার হয় তার ক্ষত বিক্ষত দেহ। ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগে ঘটনার দিন রাতেই মুস্তাকিন সর্দারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দ্রুত তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট জমা দেয় রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল। এরপর শুক্রবার অভিযুক্তের ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেন বারুইপুরের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক।

রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে শান্তনুকে অপসারণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরানো হল শান্তনু সেনকে। মেডিক্যাল কাউন্সিলে রাজ্য সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। এর আগে দলের মুখ পাত্র পদ থেকে সরানো হয় ‘অভিষেক অনুগামী’ হিসাবে পরিচিত শান্তনুকে। শান্তনুর এই অপসারণের ফলে প্রশ্ন উঠেই গেল, সাম্প্রতিক কিছু বেফাঁস মন্তব্যের জেরেই এই অপসারণ কি না তা নিয়ে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই শান্তনুকে সরানোর জন্য সুপারিশ করেছিলেন কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ সুদীপ্ত রায়। তাঁর সুপারিশই শেষ পর্যন্ত সিলমোহর দিল রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। তারপরই রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে সরকার মনোনীত

প্রতিনিধির পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরিয়ে দেওয়া হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেনকে। তবে তাঁর জায়গায় আগামীদিনে ওই জায়গায় কে আসবে সে ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে এ নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। সূত্রের খবর, পরবর্তী প্রতিনিধি খুব দ্রুত ঘোষণা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরেই তৃণমূলের নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে জোর চর্চা চলছে রাজনীতির আঙিনায়। দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে সুর চড়িয়ে শোকজ নোটিস পেয়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। যা নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি। এদিকে সুদীপ্ত রায় আবার দলের ‘ওল্ড ব্রিগেডের’ প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত। অন্যদিকে, শান্তনুর পরিচিতি রয়েছে ‘অভিষেক অনুগামী’ হিসাবে।

বিটি রোডে বিস্ফোরণ, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবারে সকালে বিটি রোডের ধারে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। স্থানীয় সূত্রে খবর, স্ক্র্যাপ গাড়ি কাটাই কারখানায় পুরনো তেলের ট্যাঙ্কার কাটার সময় তা ফেটে ঘটে এই বিস্ফোরণের ঘটনা। এই ঘটনায় সাগর নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন একজন। আহত ব্যক্তির নাম শঙ্কর। বিস্ফোরণের জেরে গাছে ছিটকে পড়ে দেহ বলেও জানান স্থানীয়রা।

জোড়া বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়ে ৭০০ মিটার দূর থেকে ছুটে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঘন বসতি এলাকার মধ্যেই চলছিল পেট্রোল ট্রাক কাটাইয়ের কাজ। এর আগেও এই কাজ করতে গিয়ে আগুন লেগেছিল। ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীদের অভিযোগ, ‘পুরো কাজটাই অবৈধ। গাছে ঝুলছিল মৃতদেহ। কাছেই একটা পুকুর ছিল সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে জল তুলে নেওয়া হয়। মাঝে মাঝেই এখানে আগুন লাগে।’ সূত্রের খবর, ভিতরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল না। এদিকে ঘটনাস্থলে মেলে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারও, যা ওই কাটাইয়ের কাজে ব্যবহার হওয়ার কথা নয়।

সিঁথি থানার নাকের ডগায় এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ কলকাতা কর্পরেশানের ২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাকুলি সেন। তাঁর দাবি, কলকাতা কর্পোরেশানের অনুমতি নিয়েই এই কাটাই কারখানা চলছিল। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক কী ভাবে চলছিল এই অবৈধ কারখানা। এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, ‘অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যে কোনও মৃত্যুই দুঃখের। অতীতেও পুলিশ প্রশাসন, পুরসভা এইসব ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। আমার আশা তাঁরা নিশ্চিত করবে যাতে অবৈধ ভাবে কোনও ব্যবসা না চলে।’

কলকাতা কর্পোরেশনের ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ১ নং বরো চেয়ারম্যান তরুণ সাহা জানান, ‘এই এলাকায় গত ৩০ বছর ধরে এই গাড়ি কাটাইয়ের ব্যবসা চলছে। লোহা কেটে বিক্রি হয়। কিন্তু এই বিপদজনক ভাবে গ্যাস কাটাইয়ের কাজ হয়তো ভিতরে ভিতরে চলত। পুরসভা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। বিপদজ্জনক ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।’

প্রতারণা ধৃত তরুণী-সহ তিন জুনিয়র ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিনব কায়দায় প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক তরুণী-সহ চার জন। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃতদের মধ্যে তিনজন হোমিওপ্যাথি কলেজের জুনিয়র চিকিৎসক। গ্রেপ্তার করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সল্টলেকের একটি শপিংমলে এই তরুণী-সহ তিন জুনিয়র ডাক্তার যান। সেখানে গিয়ে যে জামাকাপড় ঝোলানো থাকে সেই কাপড়ের প্রাইস ট্যাগ তুলে দিয়ে নতুন স্টিকার লাগিয়ে দিত। এরপর সেই কাপড় নিয়ে কাউন্টারে দিয়ে কম দামে জামা কিনত।

পুলিশ সূত্রে খবর ধৃতদের মধ্যে তিনজন হোমিওপ্যাথি কলেজের জুনিয়র চিকিৎসক। গ্রেপ্তার করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সল্টলেকের একটি শপিংমলে গিয়ে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে যখন কাউন্টারে বিল করাতে যায়, সেই সময় বিলিং সেকশনের কর্মীদের সন্দেহ হয়। তাঁরা দেখেন যে জামাকাপড় তাঁরা নিয়ে এসেছেন তাঁর দাম যা ছিল, তার থেকে অনেক কম দাম দেখাচ্ছে। তখনই তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে এবং তাদের আটকে রেখে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। এরপর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতেই পুরো বিষয়টি সামনে আসে। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে তাঁদেরকে আটক করার পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

কুণালের আক্রমণের জবাব অভয়ার বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুলতলির মামলায় সাজা ঘোষণার পরই আরজি কর কাণ্ড নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ করলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মাকে ‘করজোড়ে’ আবেদন করে বলেন, ‘আপনারা অন্যের কথায় বিভ্রান্ত না হলে মেয়ের খুনে দোষীসাব্যস্তর ফাঁসির সাজা এতদিনে দেখতে পেতেন।’

শুক্রবার বারুইপুর পকসো আদালত কুলতলির মামলায় সাজা ঘোষণার পর এর পাশাপাশি কুণাল এদিন এও বলেন, ‘কুলতলিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দৃষ্টান্ত তৈরি হল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ২ মাসের মধ্যে শাস্তি দিতে হবে এবং ফাঁসি চাইব। তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হয়েছে। ৬১ দিনের মাথায় ফাঁসির সাজা হল। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যের পুলিশ ও আইনি বিভাগ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে। যে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে, তার পরিবারকে ন্যায় বিচার দিতে পুলিশ তৎপর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দেখিয়ে দিল, ৬১ দিনের মাথায় ফাঁসির সাজা আদায় করে আনা যায়।’ অপরাজিতা বিলের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘এইরকম অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত শাস্তির জন্যই অপরাজিতা বিল এনেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কিন্তু, তা এখন দিল্লিতে পড়ে রয়েছে।’ এরই রেশ টেনে কুণাল এও বলেন, ‘আরজি করের ক্ষেত্রেও একদিনের মধ্যে অভিযুক্তকে ধরেছিল রাজ্য পুলিশ। তারপর হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। কিনারা তো কলকাতা পুলিশই করে দিয়েছিল। সিবিআইয়ের হাতে কিছু আনুষ্ঠানিকতা ছিল, তাতেই এত দেরি করছে সিবিআই। বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে উঠতে পারল না। আজকে যদি কলকাতা পুলিশের হাতে মামলা থাকত, তাহলে হয়তো আরজি করের ঘটনায় ফাঁসির সাজা হয়ে যেত। কারণ, আরজি করের ঘটনার অনেক পর কুলতলির ঘটনা ঘটেছে। কুলতলির মামলায় সাজার পর এটা বলা যায়, আরজি করের ঘটনা কলকাতা পুলিশের হাতে থাকলে এতদিনে সাজা ঘোষণা হতে পারত। যাঁরা অতিনাটক করলেন, তাঁরা আসল তদন্তের ক্ষতি করলেন।’

এদিকে এদিন কুলতলির মামলায় ফাঁসির সাজার পর অভয়ার বাবা বলেন, ‘রাজ্য পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের বড় বড় মাথাদের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাট হয়েছে। সেজন্য সিবিআই অভিযুক্তদের সামনে আনতে পারেনি। আমাদের আসামি এখনও ধরা পড়েনি। জয়নগরে পুলিশ সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড়ে তৎপর ছিল। আর এখানে সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাটে তৎপর ছিল। সাক্ষ্য প্রমাণ পুলিশ যে লোপাট করেছে, তার প্রমাণ তো টালা থানার তৎকালীন ওসি। তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই।’

মহিলাদের পুলিশে নিয়োগে গুরুত্ব সরকারের: অলোক রাজোরিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহিলা ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল কিংবা অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

শুক্রবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে এবং ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সহযোগিতায় শুক্রবার মহিলাদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির ‘সবলা’র শুভ সূচনা করে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের নগরপাল অলোক রাজোরিয়া। তাঁর কথায়, মহিলা পুলিশ কর্মী থাকলে সমাজের মহিলারা অভিযোগ জানাতে ভরসা পাবেন। প্রসঙ্গত, বাসে-ট্রেনে মাঝে মধ্যেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় মহিলাদের। এই পরিস্থিতিতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের

উদ্যোগে মহিলাদের অভিজ্ঞ ক্যারাটে প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সবলা’। এদিন মহিলাদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা অনুষ্ঠানে নগরপাল ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ মনোজিৎ রায়-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

সরকারি জমিতে বৃক্ষ নিধন, কাঠগড়ায় পঞ্চায়েতের সদস্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি জমিতে থাকা একাধিক বড় বড় গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্যার বিরুদ্ধে। ব্যারাকপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনস্থ শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যারাকপুর মাতারাঙ্গী বিবেকানন্দ পল্লীর ঘটনা। স্থানীয়দের অভিযোগ, নজরুল উদ্যানের জঙ্গল পরিষ্কারের নামে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সুজাতা মন্ডল ১০-১২টি ফলন্ত গাছ কেটে ফেলেছেন। এলাকার লোকজনের বাধায় গাছ কাটা বন্ধ হয়। গাছ কাটার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়ে বিডিও-র কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। যদিও, এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুর-২ পঞ্চায়েত

সমিতির সদস্যা সুজাতা মণ্ডলের দাবি, কোনও বড় গাছ কাটা হয়নি। জবা ফুল গাছ, পেঁপে গাছ-সহ কিছু ছোট গাছ কাটা হয়েছে। তাঁর যুক্তি, শীতের মরসুমে নজরুল উদ্যান পিকনিকের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। পোকা-মাকড়ের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে পঞ্চায়েতের নির্দেশেই ছোট ছোট গাছ কেটে উদ্যানটিকে পরিষ্কার করা হয়েছে।

সিনেপ্রেমীদের হার্টথ্রব মার্লোন ব্র্যান্ডোকে শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি কেআইএফএফএর

শুভাশিস বিশ্বাস

মার্লোন ব্র্যান্ডো মানেই সিনেপ্রেমীদের কাছে বিশেষ কিছু। যে নাম সামনে এলেই চোখের সামনে ফুটে ওঠে কালজয়ী ডন ভিটো কর্লিওনির চরিত্র। যা এক বিপ্লব ঘটিয়েছিল সিনেমাজগতে। এই চরিত্র শুধু অভিনয় শিল্পকেই বদলে দেয়নি, নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছিল ‘নিখুঁত’ শব্দটিকে। বিখ্যাত অভিনেতা মার্টিন শিন বলেছিলেন, ‘ব্র্যান্ডো এককথায় সিনেমার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। আমার মনে হয় এতটুকু বললে কম হয়ে যাবে। তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রজন্মের কাছে মোজার্ট বা বেটোফেনের মতো।’ জীবনীকার প্যাট্রিসিয়া বসওয়ার্থের মতে, ‘মার্লোন ছিলেন একজন সাক্ষাৎ দানব। কিন্তু একজন বন্দনীয় দানব।’ সত্যিই তো, সিনেমার রুপোলি পর্দায় আমরা মার্লোন ব্র্যান্ডোর বিপ্লবের সাক্ষী হয়েছি। স্ট্যানলি কোয়ালস্কি, ট্যারি ম্যালয়, ভিটো কর্লিওনি, কর্নেল ওয়াল্টার কার্টজ এই রকম নানা চরিত্রে ফুটে উঠেছেন তিনি। তবে ক্যামেরার লেন্সটুকু সরিয়ে ফেললে আমাদের সামনে উপস্থিত হন ভিন্ন এক ব্র্যান্ডো। এই ব্র্যান্ডোর শৈশব ছিল দুঃসহ, যার প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে আছে সমালোচনা ও বিতর্ক। এই ব্র্যান্ডোকে পত্রিকার পাতায় পাওয়া যেত মদ্যপ, বিশৃঙ্খল এবং ‘ব্যাড বয়’ হিসেবে। কিন্তু এসব ঘটনা তার কীর্তিকে কোথাও কোনওদিন মলিন করে দিতে পারেনি।

ঘাত-প্রতিঘাত আর আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মার্লোন পা রাখলেন ১৭ বছর বয়সে। এরপরই তাঁকে মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও মার্লোনের চরিত্র এতোটুকুও বদলায়নি। সবার সঙ্গে মারামারি করে দিন কাটাতো। আর এইসব ঘটনা সহ্য করতে নারাজ মিলিটারি অ্যাকাডেমি। ফলে আইন অনুযায়ী তাঁকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মার্লোনের। অ্যাকাডেমির পাঠদানে তিনি অমনোযোগী থাকলেও একটি ক্লাসে তাঁকে বেশ নিয়মিত দেখা যেত। সেটি ছিল থিয়েটার ক্লাস। পারিবারিক ক্রোধের সবটুকু যেন তিনি তাঁর এই অভিনয় শিল্পে প্রয়োগ করতেন। এদিকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি পাড়ি দেন নিউইয়র্কে। সেখানে ভর্তি হন স্টেলা এডলারের অভিনয় স্টুডিওতে। স্কুল এবং একাডেমি জীবনের ভাঙা অভিনয় প্রতিভাকে দক্ষ প্রশিক্ষকের সান্নিধ্যে জোড়া লাগাতে থাকেন তিনি। এদিকে তৎকালীন স্কুলগুলোতে পুরনো ধাঁচের অভিনয় তালিম দেওয়া হতো। সেখানে মার্লোন শুরু করলেন হাল আমলের বিখ্যাত ‘মেথড অ্যাক্টিং’ পদ্ধতি। মার্লোন ব্র্যান্ডো যেন কোনও চরিত্র অভিনয় করতেন না বরং তিনি নিজেই হয়ে উঠতেন সেই চরিত্র। অভিনয়কালীন আবেগ, বাচন-ভঙ্গি যেন সবকিছুই স্বাভাবিক।

অভিনয় তালিম শেষে তাঁর অভিনয়ে হাতে খড়ি ১৯৪৪ সালে।

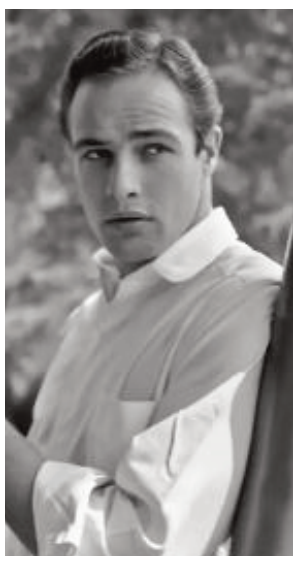

‘আই রিমেম্বার মামা’ নামে ব্রডওয়ে থিয়েটারের মাধ্যমে শুরু হয় তার জীবনের নতুন এক অধ্যায়। এরপর তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসায় ভাসেন তরুণ অভিনেতা ব্র্যান্ডো। একের পর এক ব্রডওয়েতে অভিনয়ের পর তিনি ১৯৪৭ সালে তার সেরা ব্রডওয়ে অভিনয় উপহার দেন ‘আ স্ট্রিটকার নেমড ডিজায়ার’-এ। যেখানে স্ট্যানলি কোয়ালস্কি চরিত্র এক ভবিষ্যৎ তারকার জন্ম দেয় অভিনয় জগতে। এরপর আরও এক মোড় ব্র্যান্ডোর জীবনে। ব্রডওয়েতে সাড়া ফেলে দেওয়া ব্র্যান্ডোর পথ চলা শুরু হলিউডে। এক যুদ্ধফেরত যুবকের চরিত্রে তাঁকে দেখা গেল ‘দ্য ম্যান’-এ। ১৯৫০ সালে হলিউডে মুক্তি পাওয়া এই ছবির মুক্তির পর ব্র্যান্ডোর প্রশংসা না করে পারেননি সিনে সমালোচকরা। পরের বছরই তাঁরই ব্রডওয়ে অভিনীত নাটক ‘আ স্ট্রিটকার নেমড ডিজায়ার’-এর সিনেমা সংস্করণে অভিনয় করেন। সেখানেও তিনি ছিলেন প্রধান চরিত্র স্ট্যানলি কোয়ালস্কির চরিত্রে। যা তাঁর সিনেমা জীবনে এক মাইলস্টোন। কারণ, এরপরই সব পরিচালক মার্লোনকে চান নিজের সিনেমায়। এরপর তিনি উপহার দেন একের পর এক হিট সিনেমা। এই তালিকায় রয়েছে ‘ভিভা জাপাতা! (১৯৫২)’, ‘অন দ্য ওয়াটারফ্রন্ট (১৯৫৪)’, ‘গাইজ এণ্ড ডলস (১৯৫৫)’, ‘দ্য ইয়াং লায়ন্স (১৯৫৮)’। ‘অন দ্য ওয়াটারফ্রন্ট’-এ অভিনয়ের জন্য পান ‘সেরা অভিনেতা’ বিভাগে অস্কারও। এরপরই ব্যয়বহুল সিনেমা ‘মিউটিনি অন দ্য বাউন্টি’তে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন তিনি। তবে তার বিশৃঙ্খল জীবনযাপন তাঁর কেরিয়ারের দফারফা করে দেয়। ১৯৬২ সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমা বক্স অফিসে ব্যাপক ভরাডুবির মুখে পড়ে। এর প্রভাব পড়ে পরবর্তী এক দশক পর্যন্ত।

এদিকে তখন হলিউডে কালজয়ী পরিচালক ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা হন্যে হয়ে খুঁজছেন গডফাদার সিনেমায় ভিটো কর্লিওনি চরিত্রে অভিনয় করার জন্য একজন সঠিক অভিনেতার। কিন্তু কাউকেই মনে ধরছিল না তার। তাই উপায় না দেখে তিনি মুখ ফেরান গত দশকের প্রতিভাবান অভিনেতা মার্লোন ব্র্যান্ডোর দিকে। প্রথমে প্রযোজকরা রাজি না হলেও শেষপর্যন্ত নানা শর্তে রাজি হন। এরপর কপোলার কথামতো সব শর্ত মেনে ‘গডফাদার’ সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হন। শর্ত অনুযায়ী তাঁকে দিতে হয় স্ক্রিন টেস্টও। এরপর মারিও পুজোর উপন্যাসের ভিটো কর্লিওনি চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছিল মার্লোন ব্রান্ডোর অভিনয় দক্ষতায়। যা বক্স অফিস সফলতা ছাড়াও সমালোচকদের দৃষ্টিতে এখনও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সিনেমা হিসেবে সমাদৃত। তবে সবচেয়ে চমক অপেক্ষা করেছিল গডফাদারে অসাধারণ অভিনয়ে অস্কারের মনোনয়ন ঘিরে। দ্বিতীয়বার তিনি ‘দ্য গডফাদার’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য মনোনয়ন পেলেও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। বিজেতা হিসেবে তার নাম ঘোষণার পর দেখা যায় তার বদলে মঞ্চে উপস্থিত হন এক রেড ইন্ডিয়ান নারী। তিনি জানান, স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের সাথে সরকারের বৈরী আচরণের কারণে মার্লোন ব্র্যান্ডো অস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরপরও ‘লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন প্যারিস’, ‘অ্যাপোক্যালিপ্স নাউ’-সহ বেশ কয়েকটি সিনেমায় তাঁকে দেখা যায়। অনেকেই বলেন, ‘অ্যাপোক্যালিপ্স নাউ’-এ তাঁর অভিনয় শৈলীর শীর্ষ ছুঁয়েছিল। এরপর নানা অসুস্থতার কারণে ২০০৪ সালের ১ জুলাই আশি বছর বয়সে লস এঞ্জেলসে প্রয়াত হন মার্লোন ব্র্যান্ডো। তবে তাঁর ক্যারিশ্মা যে উচ্চতায় পৌঁছেছিল তা তাঁর মৃত্যুর পরও রয়ে গেছে অলঙ্ঘ্য হিসেবেই।

অশোক সাউয়ের খুনের তদন্তে ফরেনসিক টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল থানার অদূরে চায়ের দোকানে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন তৃণমূল নেতা অশোক সাউ। চলতি বছরের ১৩ নভেম্বর সকালে এই খুনের ঘটনা ঘটেছিল। সেই খুনের ঘটনার দিন থেকেই প্রশাসনের তরফে চায়ের দোকানটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাস্থলে ছিল পুলিশি প্রহরা-ও। শুক্রবার বিকেলে তৃণমূল নেতা অশোক সাউ খুনের ঘটনার তদন্তে ঘটনাস্থলে আসেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। এদিন ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন এসিপি জগদ্দল অভিষেক বলিয়ার-সহ জগদ্দল থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক। ঘটনাস্থল থেকে ফরেনসিক টিম দুটি কার্তুজ-সহ বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন। যদিও তদন্তকারীরা এদিন কিছুই জানাতে চাননি।

সম্পাদকীয়

পড়ুয়ারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে এসে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে চায়, আনন্দ ভাগ করতে চায়

বামফ্রন্টের আমলে কর্মনাশা 'বন্‌ধ'-এর রাজনীতি রাজ্যের কর্মসংস্কৃতিকে নষ্ট করেছিল, প্রতিবাদীদের রক্ষণশীল, বুর্জোয়া ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হত। বর্তমানের রাজ্য সরকার সেই আন্দোলনের পথ হিসাবে বন্‌ধকে বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু উল্টো পথে কর্মনাশা দেদার ছুটিকে রাজনীতির হাতিয়ার করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, রাজ্য সরকার মহার্ঘ ভাতা কম দেয় বটে কিন্তু ছুটি দিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ করে দেয়। ছুটিপ্রিয় বাংলার শিক্ষক, কর্মচারীদের অনেকেই নাকের বদলে নরুন পেয়ে বেশ মজাতেই আছেন। বিদ্যালয়গুলিতে ছুটির সংখ্যা ১৫০ দিনের উপর যুক্ত হচ্ছে নানা ধরনের ব্যক্তিগত ছুটি। সংখ্যা গড়ে বছরে কম করে ৩০ দিন। ছুটির পরে নতুন কর্মোদ্যম সৃষ্টির পরিবর্তে কাজে অনুৎসাহ তীব্র হচ্ছে। সারা বছর ছুটি থাকলেও অনেকেরই তাতে ক্লান্তি আসে না। দেদার ছুটির ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও পড়াশোনা এবং বিদ্যালয়ে আসার প্রতি অনীহা লক্ষ করা যাচ্ছে। আসলে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসতেই চায়। বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে চায়, আনন্দ ভাগ করে নিতে চায়। কিন্তু আমরা তাদের সেই অভ্যাস নষ্ট করে দিচ্ছি। তা ছাড়া সস্তায় জনসমর্থন পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে পাইয়ে দেওয়ার যে রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকে, সেগুলি রূপায়িত করতেই শিক্ষক থেকে শিক্ষাধিকারিক, শিক্ষাপ্রশাসন পর্যন্ত সকলেরই সিংহভাগ সময় ও মনোযোগ চলে যাচ্ছে। তাই বিদ্যালয়গুলি যেন পঞ্চায়েতেরই আর এক রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। সেখানে যেন অভিভাবকদের আসা-যাওয়া বেড়েছে শুধু পাওনা-গন্ডা বুঝে নেওয়ার জন্য! বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা যেন প্রধান করণিকে পরিণত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ভাব জিনিসটাই সকল অনুষ্ঠানের গোড়ায়। যদি ভাব না থাকে তবে নিয়ম থাকতে পারে, টাকা থাকতে পারে, কমিটি থাকতে পারে কিন্তু কর্মের শিকড় কাটা পড়ে তা শুকিয়ে যায়।

শব্দবাণ-১২৪

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. গতিশীল, চলন্ত ৩. গগন ৫. ভারতীয় পল্লিসংগীতবিশেষ ৬. পায়জামা ৭. আকাশে ওড়ে ৯. অপ্রত্যক্ষ ১১. শিব, মহাদেব ১২. সূর্য।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.আলবোলার নল ২. সুরতি খেলা ৩. তাল গাছের —হাত ৪. পুর ৭. কাজের ফাঁকে চাই ৮. নৃপতি, রাজা ৯. কাঁঠাল ১০. প্রভাব, আধিপত্য।

সমাধান: শব্দবাণ-১২৩

পাশাপাশি: ২. সমাজবিধি ৩. বেনামদার ৬. নয়নসার ৭. চিরসবুজ।

উপর-নীচ: ১. অভিনন্দন ২. সংবেদন ৪. মকরধ্বজ ৫. রমণীরত্ন।

জন্মদিন

আজকের দিন

শঙ্কর

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এম ওয়াই ঘোড়পাড়ের জন্মদিন।*

১৯৩৩ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক শঙ্করের জন্মদিন।*

১৯৫৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অর্জুন রাম মেঘাওয়ালের জন্মদিন।*

বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাবলী নিয়ে অভাবীয় নীরব এ বঙ্গের বৌদ্ধিক মহল

শান্তনু রায়

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া ডঃ ইউনুসের 'শাসন' এ চরম নৈরাজ্যের বাংলাদেশে তীব্র ভারতবিদ্বেষের আবহে চলছে প্রকাশ্যে যুথবদ্ধ আক্রমণে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও হিন্দু নারী নিগ্রহ।কিঞ্চিৎ উদার ও প্রগতিশীল মুসলমান বিশিষ্টরাও যে খুব স্বস্তিতে বা নিরাপদে আছেন এমনটি নয়। যেমন 'জলেরগান' এর স্রষ্টা সেদেশের জনপ্রিয় শিল্পী রাহুল আনন্দ এর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে তাঁর সহস্রাধিক বাদ্যযন্ত্র নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তেমনই শেখ মুজিবের মৃত্যু দিনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচীর মত যারা গিয়েছিলেন তাঁরাও আক্রান্ত- জামিন অযোগ্য ধারায় কেস দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন দেশত্যাগে উদ্যত দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক শ্যামল দত্ত ও একাত্তর টিভির পরিচালক মোজাম্মেল বাবু ইসলাম বিদ্বেষ ও খুনের অভিযোগে লেখক সাংবাদিক তথ্যচিত্র নির্মাতা এবং ঘাতক নির্মূল কমিটির সভাপতি ৭৩ বছরের শাহরিয়ার কবীরকেও। মহিলা সাংবাদিকেরও 'ভারতের দালাল' অভিযোগে হেনস্থা থেকে রেহাই মেলেনি। এমনকি দেশের জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি উঠেছে।

'একনদী রক্তে'র মূল্যে প্রাপ্ত স্বাধীনতা এভাবে অস্বীকার করে এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাসকে বিস্মরণ করানোর যে চক্রান্ত চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে ভারত বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে তারই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটল যেন গত ৫ই আগস্ট,জুলাইয়ে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলনের সূত্র ধরে। বস্তুত হাসিনা প্রস্থান পরবর্তী অধ্যায়ে এই বাংলাদেশে নৈরাজ্য ও দিকে দিকে নৃশংস হনন গণভবনে ঢুকে লুটতরাজ-বিকৃত রুচির উল্লাস, ৩২ ধানমণ্ডির শেখ মুজিবের সেই ঐতিহাসিক বাসভবনে অগ্নিসংযোগ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন সহ এতদিনে গড়ে ওঠা সব সম্পদের নির্বিচার ধ্বংসের উন্মত্ত আচরণে শিহরিত হতে হয়েছিল এই ভেবে— কোন নয়া তালিবানি শাসনের সূচনা এই আত্মঘাতী কৃতঘ্নতায়। প্রশাসন হয় নির্বিকার নয় তো অপরাধীদের মদতদাতা। হাসিনা পরবর্তীতে সেদেশের ভারত-বিরুদ্ধ সব দলের মদতে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে আপাত অরাজনৈতিক অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর একদিকে অকৃতজ্ঞতা ও মিথ্যাচারকে আশ্রয় করে ভারত-বিরুদ্ধতা তীব্রতর হয়েছে, ।উল্লেখ্য ছাত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু কাল আগে থেকেই সেদেশে ভারতীয় পণ্য বয়কটের কর্মসূচি চলছিল একটি প্রধান বিরোধী দলের সক্রিয়তায়।

কি নীচতা ও ঔদ্ধত্যে তীব্র ভারত-বিদ্বেষ, আক্রোশ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটান হচ্ছে তার প্রমান পাওয়া যায় সমাজমাধ্যমে ঘোরা একটি ভিডিও (যার সত্যতা এখনো চ্যালেঞ্জ হয়নি) থেকে যাতে দেখা যাচ্ছে ঢাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে প্রবেশ ও চলাচলের পথে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পেতে দেওয়া ভারতের জাতীয় পতাকা ইচ্ছাকৃতভাবে মাড়িয়ে যাচ্ছে দু'টি ছাত্রী। দু'টি দেশের সম্পর্ক এখন তলানিতে হলেও জাতীয় পতাকার এমন অবমাননা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ ক্রোধান্বিত ও বেদনাহত করবে এদেশবাসীকে। ভারতের অকৃত্রিম এবং সক্রিয় সাহায্য (সামরিকও)ও ভারতীয় সেনানীদেরও প্রাণদানের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্তি হলেও তা অস্বীকার আরম্ভে বিলম্ব ঘটেনি-'কাজের বেলা কাজি কাজ ফুরোলে পাজি' প্রবচন অনুসারে। আর স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব হলেও সেদেশে পাকিস্তানপন্থী একটি রাজনৈতিক শক্তি যে ছিল তা হয়ত অনুমান করা যায় সে দেশেরই এক বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক ও আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আবুল মনসুর তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৭৩) বক্তব্যে। 'প্রকৃত অবস্থাটা এই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাঙে নাই; 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাব মত দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন-পাঁচ দশকেরও আগে তিনি এমন অভিমত জ্ঞাপন করলেও আজ তা নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে সে দেশের সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক পটভূমিতে। ইতিমধ্যে সেই (অপ) শক্তি সঞ্চয় করে ক্রমশ দাঁত নখ বার করছে — কৃতঘ্নতায় ভারতকেই বড় শত্রু, তাদের সব সমস্যার কারণ ঠাউরে ।

বস্তুত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণার সাহস করেছিলেন শেখ মুজিবর রহমান যা তাঁর দেশের কোন কোন মহল, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দলবিশেষ,এমনকি তাঁর নিজের দলের একাংশও হয়ত মন থেকে মেনে নেয়নি ছিল দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-ভাগ করে জন্ম নেওয়া পাকিস্তান লবির প্ররোচনা,মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের ক্রমঅপসৃয়মান প্রাথমিক উন্মাদনা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ভারতের অতুলনীয় সে ভূমিকার সচেতন ক্রমবিস্মরনের আবহে তাঁকেও তাই জেদ্দায় ইসলামিক দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি পাঠাতে হয়েছিল।

জুলাইয়ে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হওয়া বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহে হঠকারিভাবে জাতির একটি অংশ স্বভুমির রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধকেই অস্বীকার করে, কৃতঘ্নতায় নিজের দেশেরই গৌরবময় ইতিহাসের এক অধ্যায়কেই ভুলতে ও ভোলানোর লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর — সেজন্য শুধু সংখ্যালঘু নির্যাতন নয়, দেশকে পশ্চাৎগামী ও বিপন্ন করতেও তারা রাজী।

এখন চলছে এত রক্তে রঞ্জিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক ও কৌশলী অপপ্রয়াস-দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনে নেমে এসেছে নতুন করে অনিশ্চয়তা। বাস্তবে দেশভাগের ফলে যদি কোন একটি জাতি সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সে হলো বাঙালি হিন্দু।তাদের অনেকেই কেবল ভৌগলিক অধিকার হারায়নি, হারিয়েছে সুস্থ যাপনের নিশ্চয়তা অস্তিত্বের নিরাপত্তা, একটু নিরাপদে বেঁচে থাকার জন্য যাযাবরের মত দেশ থেকে দেশান্তরে,বারংবার আস্তানা বদল করে যেতে হয়েছে তাদের। দেশ বিভাজনের ফলে ছিন্নমূল হওয়া বাস্তুহারাদের স্রোত গতিপ্রাপ্ত হয়েছে ১৯৫০ থেকে -১৯৬৪-১৯৭১ এবং তারপরে সাম্প্রতিক ২০২১ ও বারংবার পড়শী রাষ্ট্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্ন অজুহাতে একতরফা আক্রমন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ, অপহরণ ধর্ষণের মত ভয়াবহ ঘটনায় অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে ধর্মীয় সন্ত্রাসের আবহ সৃষ্টি করে, অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পরোক্ষ সহায়তায় বা শাসক দলের স্থানীয় শাখার সক্রিয়তায়, এ গণনিষ্কাসনের মাধ্যমে 'এথনিক ক্লেনজিং' এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যপূরণ। প্রসঙ্গত 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ' নামে ২০১৫এ প্রকাশিত এক গ্রন্থে বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও লেখক আহমদ মুজতাহিদ লিখেছিলেন — জিন্নাহ খেলেছেন মুসলমান কার্ড-কংগ্রেসকে একহাত নেবার জন্য — মিসেস খালেদা জিয়া খেলছেন মৌলবাদী ধর্ম ব্যবসায়ী কার্ড আওয়ামী লীগকে নিঃশেষ করতে। ঘটনাপ্রবাহে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপাতত প্রাণরক্ষায় দেশছাড়া আর তার পরপরই বেগম জিয়া গৃহবন্দী থেকে মুক্ত হলেন— তাঁর দল বি এন পি এখন তৎপর কত তাড়াতাড়ি দেশ্রে ক্ষমতা দখল করা যায়; মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারকে দিয়ে একবার দেশে নির্বাচনের ব্যবস্থাটা করিয়ে ফেলতে পারলেই হলো!

বস্তুত কোটা সংস্কারের জন্য ছাত্রদের দাবি দেশের সুপ্রিম কোর্টের আদেশে মান্যতা লাভের পরও আগস্টের গোড়ায় ছাত্র আন্দোলন থেকে যখন নতুন দাবি উঠল শেখ হাসিনার পদত্যাগ। অচিরেই অনুভব করা গেল কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দিয়ে যে অস্থিরতার সূচনা তার পেছনে ছিল ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পরিণত মস্তিষ্কের এক গভীর ষড়যন্ত্র। কিছু বৈদেশিক শক্তির সহযোগিতা ও মন্ত্রনায় পরিকল্পনামাফিকই একের পর এক পদক্ষেপ করা হয়েছে মিথ্যাচার আর ধারাবাহিক ভারতবিরোধী আবহে।

প্রসঙ্গত বাইডেন প্রশাসনের স্নেহধন্য মহম্মদ ইউনূস সম্প্রতি ক্লিনটন গ্লোবাল ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে স্বীকার করেছেন, শেখ হাসিনা সরকারকে উৎখাত করানোর নেপথ্যে যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল এবং এক কথায় গোটা আন্দোলনটিই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।

তাঁর বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলমকে ডেকে মঞ্চে তুলে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন যে— 'এই মাহফুজ গোটা আন্দোলননের নেপথ্য মস্তিষ্ক'। শোনা যায় এই মাহফুজ আলম আসলে অনেক দেশেই নিষিদ্ধ ইসলামিক জঙ্গী সংগঠন হিজবুত তাহেরির নেতা।

যাহোক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শুধু নির্বাচনী ভাষণে সংখ্যালঘু নির্যাতনের উল্লেখ করে বাইডেন প্রশাসনকে কটাক্ষ করতে গিয়ে ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি কঠিন ভর্ৎসনা করেননি এব্যাপারে পরবর্তীতেও ট্রাম্প-হাসিনা ফোনালাপ হয়েছে। '৭১ এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরুদ্ধে আমেরিকা থাকলেও এ পর্যন্ত তিনিই বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্রনেতা যিনি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিগ্রহের বিরুদ্ধে এমন স্পষ্ট উক্তিতে প্রতিবাদ করেছেন — যাতে ইউনুসের কপালে ভাঁজ পড়ার কথা। প্রসঙ্গত প্রতিবেশি দেশে বঙ্গভাষাভাষী ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে বরাক উপত্যকার দিকে দিকে-ত্রিপুরায়ও দাবিও উঠছে কেন্দ্রীয়সরকারের কিছু পদক্ষেপ নেবার। তবে সরকারকেও হয়ত অনেক ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে কারণ এখন ইন্দিরা গান্ধীর সময়কার পরিস্থিতি নেই।

তবে এখানে-এই বঙ্গের বুদ্ধিজীবী মহল কোথায় গেলেন — এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। রাজ্যের গা- লাগোয়া এবং একই ভাষাভাষী পড়শি দেশে মৌলবাদীদের দাপাদাপি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হেনস্তা এমনকি সেদেশে সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ মঞ্চের আহ্বায়ক ও ইস্কনের অধ্যক্ষ চিন্ময় স্বামীকে 'দেশদ্রোহে'র মিথ্যা অভিযোগে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে তুলে নিয়ে জেলে আটকে রাখার প্রেক্ষিতে রাজ্যের 'সচেতন' নাগরিক সমাজ বা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিসর যারা একসময় ভিয়েতনাম এখন গাজা-প্যালেস্তাইন নিয়ে সতত সোচ্চার তাদের প্রতিক্রিয়া কতখানি ব্যক্ত হচ্ছে? অন্যায়ের বিরুদ্ধে এরাজ্যের নাগরিক সমাজ (এবং রাজনৈতিক দলও) প্রতিবাদে গর্জে উঠতে পারে— পথ দখল হতে পারে তার নজির হাতের কাছেই আছে। তবে এক্ষেত্রে হিরন্ময় নীরবতা বা মিহিসুরে ধরি মাছ না ছুঁই পানি কিংবা দায় এড়ানো ভাসা ভাসা কিছু বচন দিয়েই খালাস! মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে বলতে হবে বলে! নাকি এর পরেও এঁরাও প্রাণিত এক পরিযায়ী বুদ্ধিজীবীর 'পূর্ববঙ্গে যদি সাম্প্রদায়িকতা দমন করা সম্ভব হয়ে থাকে, পশ্চিমবঙ্গে তা কেন হবে না?' জাতীয় 'বিজ্ঞ' মন্তব্যে। কোথায় হোক কলরব, যাদবপুর আর প্রেসিডেন্সির সদা 'সংগ্রামী'রা! সব 'প্রতিবাদী' বিবেক বুঝি আজ শীতঘুমে! যদিও এদের অনেকেরই পূর্বপুরুষেরা মান ও প্রাণ বাঁচাতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এ বঙ্গে যার সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে বিভিন্ন 'কলোনী' তবু এব্যাপারে আজ অদ্ভুত নীরবতা, উদাসীনতা-হিরন্ময় শীতলতা অস্বস্তি এড়ানো বা দৃষ্টি ঘোরানোর লক্ষ্যে অনেকেই (কিছু কলমচিও) আবার ব্যস্ত আরও 'বড় বড়' ইস্যু নিয়ে হায়! বাঙালি হায়! যদিও সাম্প্রতিক এঘটনায় আবার একবার কিছু অপ্রিয় সত্য সামনে এল যা এ বঙ্গে সচরাচর অনুচ্চারিত থাকে বা ধামাচাপা দেবার কুশলী প্রচেষ্টা চলে 'সম্প্রীতি'র মোড়কে এখনও চলছে গুলিয়ে দেওয়ার বা লঘু করার অপচেষ্টা দায় কি নেই এরাজ্যের সংখ্যালঘু বিদ্বজ্জনদেরও যারা এদেশে তিন তালাক রদে আইন প্রনয়ণ ,কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করলে কিংবা অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রস্তাব করলে গেল গেল রব তুলে সোচ্চার হন সংখ্যালঘুর অধিকারে 'হস্তক্ষেপ' এর অজুহাতে। প্রকৃত উদার অসাম্প্রদায়িক বলে যারা দাবি করেন তাদের কি মনে হয় না পড়শি দেশে সেদেশের সংখ্যালঘুরা আরো বেশি অবিচার ও ভয়াবহ অত্যাচার এর শিকার এবং এসময়ে পথে নেমে হোক বা লেখনী দ্বারা হোক সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নির্যাতিতদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপনের দায়িত্ব পালন করলেই অন্য ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় উদার চিন্তা ভাবনারও প্রকাশ ঘটে? মনে রাখতে সব ধরণের সকল মৌলবাদের বিরুদ্ধেই লড়াই জরুরী সুস্থ সামাজিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এ ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলে বা একদেশদর্শী হলে ইতিহাস কিন্তু ক্ষমা করবে না।

হতাশা কাটিয়ে জীবনকে উপভোগ করুন

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

হ্যাঁ, আজকের বিষয় জীবনটাকে উপভোগ করা নিয়ে। আর এই উপভোগ অবশ্যই হতাশাকে সরিয়ে।

পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যার কিনা কোনো দুঃখ নেই। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যে যত তাড়াতাড়ি নিজের দুঃখের সময়কে দূরে সরাবেন সে তত তাড়াতাড়ি সাকসেস পাবেন। আর কিছু হোক বা না হোক আপনি জীবনে আনন্দে তো থাকবেন। আর আনন্দে থাকলে আপনার জীবন আরো সুন্দর, আরো স্বাস্থ্যকর হবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আসলে দুঃখের সময়টাকে দূরে সরানো কষ্টকর। কিন্তু মুশকিল হলেও অসম্ভব কিছু নয়। তাই আপনি পারবেন আর আপনিই পারবেন। এমন কোনো অসাধ্য কাজ নেই যা মানুষ পারে না। আপনি যদি জীবন ক্ষেত্রে হেরে যান, তবে আপনি দূর্বল। আর যদি আপনি জীবনে জিতে যান তবে আপনি সবল। এখন আপনার পছন্দ আপনি দূর্বল না সবল কোন পথকে বেছে নেবেন।

আমরা যদি লক্ষ্য করি তবে জানতে পারবো যে, যারা নাকি দূর্বল তারা হতাশার উপর বাঁচে। হতাশা তাদের জীবনকে গ্রাস করে। যার ফলে তারা জীবনে সাকসেস পায় না। কিন্তু এমনটা হলে তো চলবে না। কেউ জন্মের আগে বা জন্মলগ্ন থেকেই কিছু শিখে আসে না। সকলে জন্মের পরেই সব কিছু শেখে। আর এই শেখাতে কেউ হয়তো আগে বোঝে কেউ হয়ত পরে শেখে বা ধরতে পারে। তাই আপনি পরে কিছু শিখলে বা ধরতে পারলে এতে তো হতাশ হাওয়ার কিছু নেই। আপনি একবার হেরেছেন বা পারেননি বলে যে সেটা বারবার হবে এটা ভাবার কোন কারণ নেই। আপনি নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস রাখুন। বিশ্বাস রাখুন আমি পারবো, আমিই পারবো। আমাকে কোনো শক্তি হারাতে পারবে না। আমি সহজে ভেঙে পড়বো না। কোনো মতেই আমাকে কেউ নিজের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। আসলে কি জানেন জেদ থাকা সব মানুষেরই দরকার। আপনি জেদের বসে অনেক ভালো কিছু করতে পারেন। মানে আপনি যদি পজেটিভ দিক চিন্তা করেন তবে আপনাকে কেউ হারাতে পারবে না। আর আপনি যদি তা না করেন তবে আপনার হতাশাময় জীবন হবে। আপনি জীবনকে সহজে এনজয় করতে পারবেন আপনার আত্মবিশ্বাস থাকলে।

একেবারে জীবনের গোড়ার দিকে দেখা যায় আপনার জীবনে স্কুলিং, কলেজ সিস্টেমে হাজারো পরীক্ষা। এবার আপনার ও আপনার অভিভাবকের কি সাংঘাতিক টেনশন কি হবে কি হবে! আশানুরূপ হলে তো ভালো; আর যদি আশানুরূপ না হয় তবে আপনাকে হতাশা থেকে রক্ষা করা মুশকিল। দেখা যায় এই অবস্থার সঙ্গে সবাই মানিয়ে উঠতে পারে না। আর যারা পারে তারা জীবনে জিতে যায়। আর যারা পারে না তারা হতাশায় ডুবে মরে। এখানেই আমার বলা যে, একটা রেজাল্ট আপনার জীবনের কিছুই মূল্যায়ণ করতে পারে না। এখানে সকল অভিভাবকদের বলতে চাই যে আপনার সন্তান কে বোঝান যে জীবন অনেক বড়। একটা পরীক্ষা বা তার ফল আশানুরূপ না হলে জীবনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। সুতরাং লড়াই করো এবং এগিয়ে যাও। দেখাগেছে যে সব বাড়ির অভিভাবকরা খুব পজেটিভ তাদের ছেলেমেয়েরা হেরে গেলো ভেঙে পড়েন না। সুতরাং থামলে চলবে না। জানতে হবে তুমি পারো আর একমাত্র তুমিই পারো। তাহলে গো এন্ড ডু ইউ। মনে করি হতাশার কোনো জায়গা নেই জীবনে। এ তো গেল পড়াশুনোর সময়। এরপর চাকরি বাকরি করার সময় দেখবেন আরো অনেক অনেক সমস্যা। আপনি অনেক প্রত্যাশা করে বসে আছেন আপনার সুন্দর ও উপযুক্ত। চাকরির ব্যাপারে। বাট আপনি দেখলেন আপনি যা চাইলেন আপনি তা মোটেই পেলেন না। ব্যস, আপনি হতাশায় পরে গেলেন। মানে যাকে বলে জব স্যাটিসফাইড আপনি হতে পারলেন না। এবার আপনার কাজে মন বসাত

খুব অসুবিধা। আপনি আবারও হতাশ। না, এক্ষেত্রে বলবো হতাশ হওয়ার কিছু নেই। যে যা চেয়েছে বহু ক্ষেত্রে তা পায় নি। তার মানে কি জীবন থেমে যাওয়া? কখনোই না। জীবন কখনো থেমে থাকে না। এক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে আর সেই সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। জানবেন আপনি যা পেয়েছেন আপনার থেকে অনেক উপযুক্তরা বহুক্ষেত্রে তা পান নি। সুতরাং হতাশার কিছু নেই। এবার এই কথাকে গুরুত্ব দিয়ে আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি আরো সময় দিন এবং আপনি সেই ক্ষেত্রে বেস্ট জায়গা তৈরি করুন। দেখবেন আপনার সামনে সবাই কেমন হেরে বসে আছে। সুতরাং আপনি আপনার নিজের কাজে এনজয় করুন। দেখবেন আপনার জীবন কি আনন্দময় হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজে ভালো লোকের খুব অভাব। সুতরাং আপনার ভালো মন্দ আপনাকেই সামলাতে হবে। আপনি এতদিনে জেনে বুঝে গেছেন কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। সুতরাং আপনাকে আপনার দায়িত্ব ঠিকমত বুঝে নিয়ে হবে। আর কোনোভাবেই হতাশ হলে চলবে না।

একটা সাজেশন আছে এক্ষেত্রে। আপনি পারলে পজেটিভ লোকের সঙ্গে মিশবেন। আপনি পজেটিভ লোকের সঙ্গে মিশলে আপনাকে পজেটিভ কথা বলবে। আর আপনি যদি নেগেটিভ মাইন্ডের লোকের সঙ্গে মেশিন তবে আপনি সেখানে কোনো সাহায্য তো পাবেনই না উল্টে আপনার জীবনে নেগেটিভ চিন্তায় ভরিয়ে তুলবে। এটা সমাজের সব ক্ষেত্রে দেখা যায়। আপনার সমাজের ক্ষেত্রে, আপনার কর্ম ক্ষেত্রে থেকে শুরু করে সর্বত্র। আমার বাক্তিমতে সফল লোক সফল কথা বলে আর অসফল লোক সর্বদা পিছিয়ে পড়ার কথা বলে।

সবটাই আপনাকে নিজ বিচারে বুঝে নিতে হবে। জানবেন শিক্ষার কোনো শেষ নেই। মানুষ জীবনের শেষাবধি শেখে। তবে আপনার ইচ্ছা বা আগ্রহ থাকতে হবে। আর এটা থাকলেই আপনি আপনার অল্প পুঁজিতে অনেক কিছু শিখে নিতে পারবেন। আর কোন কিছুকেই ভয় করলে চলে না। কিছু ক্ষেত্রে ওভার কনফিডেন্স থাকাটা ঠিক নয়। আপনি সবটা জানলেও দেখাবেন না। অবশ্যই সেখানে দেখাবেন যেখানে আপনার দেখানোর জায়গা ও প্রয়োজন আছে। আর আছে আপনার বেনিফিট ও।

এই বিশ্বে কত লোক আছে জানেন যারা কিনা সঠিক গাইডের অভাবে ট্যালেন্ট থাকা সত্ত্বেও জীবনে কিছু করতে পারেন নি। কত লোক আছেন যারা কিনা ভাল সঙ্গ পাননি বলে উৎসন্যে গেছেন। আপনি আমি জানি না আমাদের ছেলে মেয়েকে কিভাবে গাইড করতে হবে। সব সময় আমাদের ইচ্ছাটা ওদের উপর চাপিয়ে দিয়ে থাকি। আমরা কখনো ভাবিই না ঠিক ওরা কি করতে চায়। আমরা ওদের ইচ্ছাটা কে ঠিকমতো গুরুত্ব দি না। আমাদের এমন ভাব যে আমার বয়স বেশি তাই অভিজ্ঞতাও বেশি। কিন্তু এক্ষেত্রে বলবার কথা হলো যে, ঠিক ভুল সব লেবেলেই সকলে বুঝতে পারে। তাই আমার মনে হয় একেবারে ছোটবেলা থেকে শিশুর ইচ্ছার সাথেই নিজের অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটালে আখেরে লাভই হবে। তাহলে বড় বয়সে আর কোনো চাপ থাকবে না। আর ম্যাচুরিটি এসে গেলেও যদি ভুল পথে কেউ যান তবে বুঝতে হবে যে সে নিজের পায়ে নিজেই কুরুল মেরেছে।

দেখা গেছে একটা বয়সের পর প্রেমে মজে সকলে। আর তখনই ভুল হয়ে যায় অনেক কিছুর। যাকে যার পাওয়ার ইচ্ছা থাকে দেখা যায় তার তা জোটে না। আর এখানেই হয় সমস্যা। দেখা গেছে এক্ষেত্রে যারা খুব মন দিয়ে ভালোবাসা করেছে, তারা পড়েছে বিপদে। এখন থেকে বের হতে পারে না অনেকেই। আর যার ফলে হতাশা গ্রাস করে জীবনে। আর তার ফলে দেখা গেছে অনেকে চলেগেছে অন্ধকার জীবনে। হতাশা এমন একটা জিনিষ যে এর থেকে নিজেকে বের করা খুব কঠিন কাজ। আর ঠিক এই সময়ে সঠিক গাইড খুব প্রয়োজন। এমন ব্যক্তি খুব কমই আছেন যারা কিনা এর থেকে নিজেকে বের করে আনতে পেরেছে। আরো দেখা যায় প্রতি ক্ষেত্রে নেশা এসে যায় জীবনে। যার ফলে এও দেখা গেছে যে এই নেশা ত্যাগ করতে লেগেছে বহু সময়।

না, এমনটা হলে চলবে না। একটা সময় পরে বিচার বুদ্ধি সবই সঠিক ভাবে এসে যায় মানুষের মধ্যে। সুতরাং সামলানোর দয়িত্ব যার যার নিজের।আপনার বিচার বুদ্ধি আপনাকে চালনা করে। একে তো ভালো জায়গার এখনকার দিনে খুব অভাব। তারপর যদি আপনি নিজে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত করে বসেন তবে তো গেলো আপনার জীবন। আপনার জীবনে হতাশা ছাড়া কিছুই তেমন দেখা যাবে না। আর যদি এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তবে তো কেল্লাফতে। মানে, আপনি থাকছেন স্যার। আপনি মনীষীদের জীবনী পড়ুন। আপনি বিরাট সাকসেসফুল মানুষের জীবনী পড়ুন। দেখবেন কি কষ্ট এবং তার থেকে নিজেকে তিনি কিভাবে নিজেকে বের করে এনেছেন। দেখবেন একটা ইচ্ছা বা আগ্রহ মানুষকে কতটা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে নিয়ে যায়। কোনোভাবেই নিজে হারবেন না নিজের থেকে। আত্মবিশ্বাস রাখুন আর হতাশা সরান- দেখিবেন কি দারুন আপনার জীবন। কি মানবেন তো? মানলে হৃদয়ে একবার সায় দেবেন প্লিজ।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

বিজেপির অন্দরে কোন্দল, গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালিতে বিজেপির অন্দরে কোন্দল। গন্ডগোল থেকে কটূক্তি, পরে গ্রেপ্তার, পুলিশ হেপাজত। সন্দেশখালিতে বিজেপি নেত্রীকে কটূক্তি অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগ বসিরহাট লোকসভার বিজেপি কনভেনার-সহ সহ চারজন বিরুদ্ধে। জানা গেছে, সন্দেশখালিতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালিকে সামনে রেখে লোক দেখানো 'মহিলা-দরদ' বেড়ে গিয়েছিল বিজেপির। ভোটপ্রচারে সন্দেশখালির 'প্রতিবাদী' মহিলাদের কাজে লাগিয়েছিল পদ্মপার্টি। কিন্তু ভোট মিটে যেতেই দলের নেতাদের একের পর এক কীর্তি প্রকাশ্যে আসছে। এতে একপ্রকার মুখ থুবড়ে পড়ছে বিজেপির সংগঠন। এবার বিজেপি নেত্রীকে প্রকাশ্যে কটূক্তি ও অশ্লীল গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠল দলেরই বর্ষীয়ান নেতা ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। সমস্ত বিষয়টি নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেত্রী। অসহায় অবস্থায় পুলিশের কাছে 'জাস্টিস' চাইছেন বিজেপি নেত্রী পিয়ালি দাস ওরফে মাম্পি। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার দুপুরে। ওইদিন দুপুরে স্বামী ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সন্দেশখালির প্রতিবাদী তথা বিজেপির নেত্রী মাম্পি। জেটিঘাট এলাকায় তখন দাঁড়িয়েছিলেন বসিরহাট লোকসভার বিজেপির কনভেনার বিকাশ সিং সহ তার অনুগামীরা। অভিযোগ, জেটিঘাটের কাছেই তারা মাম্পিকে কটূক্তি করতে থাকেন। এরপরই তিনি সন্দেশখালি থানায় বিকাশ সিং সহ তার অনুগামী চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। মাম্পি বলেন, বিকাশ সিংদের দুর্নীতি ধরে ফেলায় আমার ওপর ওদের এত আক্রোশ। সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে বিকাশ বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানিয়েছি। ঘটনাকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। সন্দেশখালির তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি মহিলাদের সম্মান করে বলে লোকসভার আগে দামামা বাজিয়েছিল। কিন্তু ওদের আসল রূপ মানুষ দেখতে পাচ্ছে। ঘটনার তদন্তে নেমে অর্ণব পাত্র নামক এক বিজেপির সক্রিয় কর্মীকে শুক্রবার ভোররাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এছাড়াও রতিকান্ত ঢালী রাজ্য বিজেপি মোর্চার এসসি সেলের নেতার বিরুদ্ধেও সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ধৃতকে শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটে প্রার্থী নিয়ে ভোটের আগে আড়াআড়ি ভাঙন ধরে পদ্মশিবিরে। একদিকে বিজেপির লোকসভার কনভেনার বিকাশ সিং, অন্যদিকে প্রার্থী রেখা পাত্র। সেই দ্বন্দ্বের ইতি এখনও পড়েনি। সঙ্গে এই ঘটনায় আরও বিতর্ক শুরু।

ঘরের মধ্যে পড়ে বছর চোদ্দোর মেয়ের পচাগলা দেহ, চণ্ডীতলায় মেয়ের দেহ আগলে মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, চণ্ডীতলা বেশ কিছুদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে বাড়ির মেয়ের। জানতেন শুধু মা। কিন্তু, কিছু টের পাননি প্রতিবেশীরা। আচমকা দুর্গন্ধে ঢাকা পড়ে যায় গোটা এলাকা। তীব্রতা বাড়তেই সন্দেহ হয় পাড়ার লোকজনের। খোঁজ নিতে দেখা যায় ঘরের মধ্যে পড়ে আছে বছর চোদ্দোর অরিত্রী ঘোষের পচাগলা দেহ। আর তা আগলে বসে রয়েছেন মা। চাঞ্চল্যকর ঘটনা হুগলির চণ্ডীতলার খানাবাটী এলাকায়। অরিত্রীর বাবা প্রভাস ঘোষের মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। তারপর থেকে মেয়েকে নিয়ে থাকতেন মা। এদিকে জন্ম থেকেই আবার অরিত্রী শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। সে কারণে সিংহভাগ সময় বাড়িতেই কাটত দিন। কিন্তু, কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান দিন চারেক আগে মৃত্যু হয়েছে ওই নাবালিকার।

শুক্রবার সকালে প্রতিবেশীরা তার দেহ দেখতে পেতেই খবর দেন পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ এলেও কিছু লোকজন পুলিশের সামনেই অরিত্রীর দেহ বের করে সোজা শ্মশানে নিয়ে চলে যান। সেখানেই দাহ করা হয়। কিন্তু, কেন করা হল না ময়নাতদন্ত? পুলিশ যদিও জানিয়েছে যেহেতু বাড়িতেই মৃত্যু হয়েছে সে কারণে ময়নাতদন্তের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে মেয়ের মৃত্যুর কারণ জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে মাকে।

ঘটনা প্রসঙ্গে অরিত্রীর কাকা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ওর মা তো অনেকদিন থেকেই বাড়িতে তালা দিয়ে রেখেছিল। কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারে না। আমিও ঢুকতে পারিনি। আগে দেখভালের জন্য আয়া রাখা হয়েছিল। কিন্তু, আয়ার সঙ্গে ঝামেলা করতেন। কেউ আসতে চাইত না। আমার কাছে একটা ঢোকার চাবি ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে তালাও বদলে ফেলেছে। কী করে মারা গেল কিছুই বুঝতে পারছি না।

নয়ানজুলিতে যাত্রীবাহী ইঞ্জিনভ্যান উল্টে মৃত ১, নিখোঁজ ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে যাত্রীবাহী ইঞ্জিনভ্যান উল্টে মৃত ১, আহত ২, নিখোঁজ ১। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার মেদিয়া সতীন সেন নগর এলাকায় ৪ নম্বরের কঙ্কনা বাউরে। মৃত্যু হল বিশ্বনাথ শীল (৬২) নামে এক বৃদ্ধের। পুলিশ ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির চেষ্টায় উদ্ধার হয় ওই ব্যক্তির মৃতদেহ। নিখোঁজ একজন, এর সঙ্গে জখম হয়েছে আরও দুইজন। স্থানীয়দের দাবি, অন্ধকারে বেহাল রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের দাবি মেনে অপর একজনের খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজেপির ডেপুটেশন ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: শুক্রবার হাওড়ার শ্যামপুরের কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি তাদের পঞ্চায়েত সদস্যদের কাজ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে ডেপুটেশন দেয়। বিজেপির অভিযোগ ২২ আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তাদের ৬ জন সদস্য রয়েছে। কিন্তু তাদের এলাকায় কোনও কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে উন্নয়ন হয়নি। বিরোধীদের অন্ধকারে রেখে হচ্ছে। এদিন এই অভিযোগ তুলে ডেপুটেশনের সময় ছিল দুপুর দুটোয়। কিন্তু এদিন দেখা গিয়েছে বেলা এগারোটা থেকেই স্বাভাবিক কাজ করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান মধুমিতা মাইতি সাউ। পরে পঞ্চায়েতে আসেন উপপ্রধান আলি আসগর ও পঞ্চায়েত সদস্য মানস মাজি। কিন্তু এদিন বেলা সাড়ে চারটে পর্যন্ত সভা হলে ও ডেপুটেশন শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান মধুমিতা মাইতি। এদিন তিনি জানান, 'বিজেপির গ্রামীণ সভাপতি অরুণোদয় পাল চৌধুরী যে ভাবে চেঁচামেচি করছিলেন তা শোভনীয় আচরণ নয়।' অন্যদিকে এই কথা অস্বীকার করেন অরুণ বাবু। উল্লেখ্য সাময়িক উত্তেজনার ও সৃষ্টি হয় এদিন। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে তার সামাল দেওয়া সম্ভব হয়।

দূষণ নিয়ন্ত্রণের দাবিতে জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দূষণ নিয়ন্ত্রণের দাবিতে জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন প্রদান। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত সহ ঝাড়গ্রাম জেলায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের দাবিতে শুক্রবার ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল

আগরওয়াল এর মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলেন জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতো। জানা গেছে, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে ও মানব দেহ সুস্থ রাখতে অবিলম্বে প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি তুলেন জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতো। এদিন তিনি ছয়টি দাবিকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। প্রসঙ্গত, ঝাড়গ্রামে রয়েছে কয়েকটি কারখানা। আর সেই কারখানা থেকে প্রতিনিয়ত ছড়াচ্ছে দূষণ। এমনকী রাজ্যে দূষণের ফলে একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে ভয় করছে। দূষণের হাত থেকে ঝাড়গ্রাম শহরের বাসিন্দারাও মুক্ত নয়। তাই দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বলে তিনি জানান।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in

প্রতি — তারিখ : ০৫.১২.২০২৪

১) **শ্রী ধীরজ কুমার থার্ড,** (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা), পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৪র্থ তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯
২) **শ্রী সোমনাথ ঘোষ** (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) ১৫৪, বি কে পাল এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা - ৭০০০০৫
৩) **সান ফাইটো কেমিক্যালস লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
৪) **শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেলটারস প্রা. লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
৫) **বিশ্বরূপা স্টিল প্রা. লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
৬) **সরকার গ্রে আয়রণ প্রোডাক্টস প্রা. লি.** (কর্পোরেট জামিনদাতা) ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

হইতে
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II
১১তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং
১ মিডলটন রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

প্রিয় মহাশয়,
বিষয় : - ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ/বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিমিত্ত নোটিশ
অ্যাকাউন্ট : মেসার্স বিশ্বরূপা টিউবস প্রা লি
আমরা২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে এবং দখল নোটিশ তারিখ ২৫.০২.২০২১৪ অধীনে উক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে আপনাদের মনোযোগ আহ্বান করছি। কিন্তু আপনারা উক্ত নোটিশের পরও বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে, ২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংশ্লিষ্ট সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত সংরক্ষিত মূল্যে জামিনদত্ত সম্পদসমূহ ব্যাঙ্ক ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে এবং তৎসহ পঠিত সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল সংস্থান অধীনে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে এবং বিক্রয় সংবাদপত্রে প্রকাশের পরবর্তী ২০০২ সালে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে উক্ত রুলসের পরিশিষ্ট ৪-এ অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায় দিতে ব্যর্থ হলে।
বিক্রয়দত্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :

ক্রম নং	জামিনের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)
১.	বাণিজ্যিক ভবন : অফিস রুম নং ৩০৫, ৩য়তল, এবং অফিস রুম নং ৪০৫ এর অংশ ৪র্থতলে, ডানকুনি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স, অবস্থিত টি এন মুখার্জি রোড,মৌজা : মনোহরপুর, ডানকুনি, রেল গেট নং ৮, ওয়ার্ড নং ০৯, জেএল নং ৯৮, থানা : ডানকুনি, হুগলি, পিন : ৭১২৩১১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৫৫৪ বর্গফুট দলিল নং ১৪৪৬-২০১১ সালের, জমির মালিক : বিশ্বরূপা টিউবস প্রা লি, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : করিডর, দক্ষিণে : সিঁড়ি, পূর্বে : করিডর, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	১,৮২,০০,০০০.০০	১৮,২০,০০০.০০
২.	খালি জমি পরিমাণ ৯৬২.৯৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কড়েয়া এবং কুলেপেয়ার, বাগনান, হাওড়া - ৭১১৩০৩ , উল্লেখ্য দাগ নং ১৩, ৩, ৯, ৪, ২৭, ২৬, ১১৪ ৬, ২৯, ৯৩, ৯৪, ১৩৪, ১৪২, ৯৮, ২৯৪, ৩১১, ৩১২, ১৮৪, ১৮৫, ৩০ ৪, ১৩৫, ২৯৫, ২ ৯১, ৭৮৮, ১৪৫, খতিয়ান নং ২২৭৩, জেএল নং ০৮, এরিয়া : ৯৬২.৯৮ ডেসিমেল (৪৫৫.৯৯ ডেসিমেল-৫০৬.৯৯ ডেসিমেল), দলিল নং ১-৭৭১৭/০৯ এবং ৭৭১৫/০৯। **জমির মালিক : মেসার্স সান ফাইটোকেমিক্যাল প্রা লি। জমির চৌহদ্দি :** উত্তরে : খালি জমি। দক্ষিণে : খালি জমি। পূর্বে : খালি জমি। পশ্চিমে : খালি জমি।	১,৯৭,০০,০০০.০০	১৯,৭০,০০০.০০

এতদ্বারা জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৭.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যেমন অছে'', ''যেখানে যা আছে'', এবং ''যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'' ২৫.১২.২০২৪ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বরিষা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৬৩,৫২,৯৯৯.০০ টাকা (তেষট্টি লাখ বাহান্ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকা) ২০.০৪.২০১৮** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স ওয়েস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বা - শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়াহা)** ঠিকানা - ৪/১, রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮ এবং **শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়াহা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত চন্দন কুশওয়াহা, ফ্ল্যাট নং - ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থ তল, সুরধ্বনি অ্যাপার্টমেন্ট, বীরেন রায় রোড, পো. - জোতে শিবরামপুর, কলকাতা, পিন - ৭০০১৪১ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ওয়েস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস স্বত্বাধিকারী : শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়া ঠিকানা :** ৪/১, রাজা রাম মোহন রায় রোড, কলকাতা : ৭০০০০৮ এবং **ঋণগ্রহীতা /বন্ধকদাতা : শ্রী রাজ নারায়ণ কুশওয়া** পিতা প্রয়াত চন্দন কুশওয়া, ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থতল, সুরধ্বনি অ্যাপার্টমেন্ট, বীরেন রায় রোড, পো : জোতে শিবরামপুর, কলকাতা : পিন : ৭০০১৪১। খ) **বড়িশা শাখা**	স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭০৪ বর্গফুট সুরধ্বনি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থতল (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) , পো : জোতে শিবরামপুর, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সুতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : সরসুনা, আরএস দাগ নং ১, আরএস খতিয়ান নং ৯৬২, তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, ১২/সি/১, বাসস্ট্যান্ডের নিকট, স্বত্ব দলিল নং ৯৩৬২-২০০৬ সালের, **রাজ নারায়ণ কুশওয়া এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), পূর্বে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন।	**৬৩,৫২,৯৯৯.০০ টাকা (তেষট্টি লাখ বাহান্ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকা) ২০.০৪.২০১৮** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ৪৪,০০,০০০.০০ টাকা (*) (চুয়াল্লিশ লাখ টাকা) খ) ৪,৪০,০০০.০০ টাকা (চার লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50185474998A ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩
(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.১২.২০২৪, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in./https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)/https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট, ওয়াদালা পূর্ব, মুম্বই - ৪০০০৩৭ **যোগাযোগের জন্য ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি : support.ebkray@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ১) **www.indianbank.in** এবং ২) **https://www.ebkray.in/https://baanknet.com**
এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in/https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ০৭.১২.২০২৪/স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি : sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.১২.২০২৪
সময় : ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.১২.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৪.১২.২০২৪ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।**

ক্রম নং ০১ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]**
সংশ্লিষ্ট **১৮,৪৯,১৭৬.০০ টাকা (আঠার লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশ ছিয়াত্তর টাকা) ০২.১২.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **শ্রী উজ্জ্বল কুমার বসু এবং শ্রীমতি অনন্যা চক্রবর্তী**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য :
১৩.৮৪ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৩৪,৮০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি/৫, চতুর্থ তলে উত্তর পশ্চিম দিকে সোনারতরী নামক ভবনে এবং ঢাকা এরিয়া ৭৯২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আর এরিয়া ৯৫০ বর্গফুট এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সমানুপাতিক হারে ভাগ অংশ এবং স্বার্থ চাতালের এবং সমুদয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ভবন অবস্থিত জেলা : হুগলি, থানা : উত্তরপাড়া, অ্যাডি. ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস শ্রীরামপুর, মৌজা : খোরদা বাহেরা, জেএল নং ৬, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী উজ্জ্বল বসু এবং অনন্যা চক্রবর্তী** উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ০৬২১০৩৭৫০-২০১৮ সালের।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০২ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**
সংশ্লিষ্ট **৪,৭০,১৭,০২৮.০০ টাকা ৩০.০৪.২০১৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স কালী মাতা রাইস মিল, অংশীদার (গণ)/জামিনদাতা (গণ) : শ্রী শ্রীকান্ত কেস এবং শ্রীমতি আনন্দময়ী কেস**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য :
সম্পত্তি নং ১ : ৩৪.০৬ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ৩,৪০,৬০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **৫০,০০০.০০ টাকা**
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি নং ১ :
ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন এবং অন্যান্য সিভিল নির্মাণ মৌজা - মন্ডলগ্রাম, থানা - মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, জেএল নং ০৭ অধীন, খতিয়ান নং আরএস ৫০৭৭, প্লট নং আরএস ৩১৩ পরিমাণ ৮২ ডেসিমেল উল্লেখ্য দলিল নং ৩৫০৩-২০০৭ সালের শ্রী শ্রীকান্ত কেস, নামে রেজিস্ট্রিকৃত বুক I, সিডি ভল্যুম নং ১১, পাতা ৩৯৮৮-৪০১০ পর্যন্ত।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৩ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**
সংশ্লিষ্ট **২,২৬,৯৪,০৭৭.৪৮ টাকা ৩১.১২.২০১৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **নিউ শ্রী কৃষ্ণা অয়েল মিল, স্বত্বা - শ্রী সরজিৎ কুন্ডু** পিতা প্রয়াত গিরিশ চন্দ্র কুন্ডু **শ্রীমতী শিখা কুন্ডু** স্বামী সরজিৎ কুন্ডু-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য :
সম্পত্তি নং ১ : ৫০.০০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ৫,০০,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং (জি-১) তলা বসবাসের ভবন, জেএল নং ৬৮, প্লট -১৫০৫, দলিল নং ১-২৫২৬/১৯৮২, এরিয়া -২.৪০ কাঠা, খতিয়ান নং ৭১৩, শ্রীনগর পল্লি, বেনাচিতি, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান -৭১৩২১৩, পব।
সম্পত্তি শ্রী সরজিৎ কুন্ডুর নামে।
সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ : ০৭.১২.২০২৪
স্থান : বর্ধমান
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপন কুমার রায়, ই-মেইল আইডি: 15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ০৮০০১২০৭৮১১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৪.১২.২০২৪ (ক্র. নং ১)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৮.০১.২০২৫ (ক্র. নং ২)
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান	অকশনের তারিখ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি
১.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী সন্দীপ কুমার গুপ্তা,** পিতা- প্রয়াত নগেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, ঠিকানা- ৭, নিতাই চরণ দত্ত লেন, জৈন মন্দিরের কাছে, হাওড়া ৭১১১০১ **এবং** ফ্ল্যাট নং- ১০২, ১ম ফ্লোর, শান্তি আবাসন, হোল্ডিং নং ৬/৩/১/এ, তারা চাঁদ পল্লী লেন, পোস্ট- ব্যাঁটরা, থানা- শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০১।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ ডাইনিং তথা কিচেন এরিয়া, ১ পৃথক প্রিভি এবং বাথরুম ইত্যাদি, ফ্ল্যাট নং ১০২, পরিমাণ আনুমানিক ৬৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কম বেশি দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় তলে জি-৩ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তির অংশ বা স্বার্থ, মকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ ৩ কাঠা ১০ ছটাক ৬ বর্গফুট কম বেশি এবং তদস্থিত জি-৩ তলা ভবন, হাওড়া পৌরনিগম হোল্ডিং নং ৬/৩/১/এ তারাচাঁদ পোল্লে লেন, থানা শিবপুর, জেলা - হাওড়া, ওয়ার্ড নং ২৫, জেলা এবং অ্যাডি জেলা রেজিস্ট্রার - হাওড়া অধিক্ষেত্র অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে - অন্যান্য ফ্ল্যাট, সাধারণ চলার পথ এবং সিঁড়ি, দক্ষিণে - খোলা জায়গা, পূর্বে - রাজেশ রায়ের ফ্ল্যাট, পশ্চিমে - খোলা জায়গা। **সম্পত্তি শ্রী সন্দীপ কুমার গুপ্তার নামে। উল্লেখ্য দলিল নং ০৮০২৫-২০১২ সালের,** সিডি ভল্যুম নং ২২, পৃষ্ঠা ৩৮১৪-৩৮৪৪, নথিভুক্ত বুক নং ১, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত। দ্রষ্টব্য ১ : উক্ত সম্পত্তি ডিআরটি-১ উল্লেখ্য এস.এ./৪০২/২০২৩ তে এসএ দাখিলকৃত। যাহোক সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	২৪,২২,৫৭৬.০০ টাকা **(রুপি চব্বিশ লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর মাত্র) ০৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী।** আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তি হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ।	ক) ১৮,৬০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৬,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	**অকশনের তারিখ ২৪.১২.২০২৪ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫**
				পরিদর্শনের তারিখ: ১৭.১২.২০২৪	
২.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী শম্ভু শ' ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ১/৪, ২য় ফ্লোর, ইছামতি অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০০৮৪। **শ্রীমতী পুষ্পা শ' ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ১/৪, ২য় ফ্লোর, ইছামতি অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০০৮৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১/৪ তৃতীয় তলে (পূর্ব দিকে) 'ইছামতী' নামক ভবনে পরিমাণ আনুমানিক ৬৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ কম বেশি, ২ বেডরুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, ১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সমানুপাতিক অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১২ ছটাক ২২ বর্গফুট এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭, দাগ নং ৭৫৩, খতিয়ান নং ৫৯৬, ওয়ার্ড নং ২৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, থানা নরেন্দ্রপুর (পুরনো থানা সোনারপুর) জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ। **মালিক (গণ) ১. শম্ভু শ',** পিতা মনোহর লাল শ', **২. পুষ্পা শ'** স্বামী শম্ভু শ' দলিল নং ৩৯৯৬-২০০৬ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩৫, পৃষ্ঠা ২০০৭-২০৩৭ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত**	২৭,১৮,৭৬২.০০ টাকা **(সাতাশ লক্ষ আঠার হাজার সাতশো বাষট্টি টাকা মাত্র) ২৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী।** আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তি হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ।	ক) ২২,৩১,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৩,১০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	**অকশনের তারিখ ০৮.০১.২০২৫ এবং যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫**
				পরিদর্শনের তারিখ: ০২.০১.২০২৫	

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং / অথবা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে।

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৭.১২.২০২৪
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আরামবাগ শহরের বাজার দর থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সাত সকালেই বাজারের ব্যাগ হাতে আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং। কিন্তু পরণে পুলিশের খাঁকি পোশাক। সঙ্গে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী। হঠাৎ করেই তারা বাজারে হানা দেন। সবজির মূল্য ঠিকঠাক আছে কিনা তা তারা সরজেমিনে তদন্ত করলেন। যাতে চড়া মূল্যে সবজি না বিকোনো হয় সেই দিকে তারা নজর দিলেন। কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন যাতে কোনও ভাবেই নির্ধারিত মূল্যের বেশি নেওয়া যাবে না। জনগণকেও বার্তা দিলেন, তারাও যেন সতর্ক থাকেন। শুক্রবার সকালেই সবজি বাজারে হানা দিলেন তারা। এদিন আরামবাগ এসডিপিও তিনি আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং-কে সঙ্গে নিয়ে সরেজমিনে শহর সহ পুরাতন বাজার এলাকা ঘুরে দেখেন এবং তার সঙ্গে মহিলা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উইনার্স টিমকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন কোচিং ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানে মহিলাদের আনাগোনা বেশি সেখানে আগত মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। এর পাশাপাশি বাজারে সবজি এবং আনাজের কি দাম সেই নিয়ে দোকানদারদের সঙ্গে এবং ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি যেসব দোকানগুলি রাস্তার উপরে অনেকটা জায়গা দখল করে জিনিসপত্র রেখেছে সেই সব দোকানদারদের রাস্তার অংশটি ছেড়ে দিতে বলতে দেখা যায় পুলিশ প্রশাসনকে। ভিন রাজ্যে থেকে আগত শীতবস্ত্র বিক্রেতাদের পরিচয় পত্র নিয়ে থানাতে জমা করতে বলেন এসডিপিও। যে সব বাড়ির মালিকরা ওই সমস্ত শীতবস্ত্র বিক্রেতাদেরকে জমি কিংবা দোকান ভাড়া দিয়েছে তাদেরকেও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এগ্রিমেন্টের কপি এবং সচিত্র পরিচয় পত্র নিয়ে থানায় জমা করতে বলেন পুলিশ আধিকারিকরা। সবমিলিয়ে এদিন পুলিশ প্রশাসন আরামবাগ শহর জুড়ে বাজার দর নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়ে নজরদারি চালান।

আড়াই কোটি টাকার হেরোইন-সহ এক মহিলা মাদক পাচারকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ডাউন পুরী - কামাখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের জেনারেল কামরায় অভিযান চালিয়ে আড়াই কোটি টাকার হেরোইন সহ মুর্শিদাবাদের এক মহিলা মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল জিআরপি। শুক্রবার দুপুরে মালদা টাউন স্টেশনে জিআরপি'র আইসি প্রশান্ত রায়ের নেতৃত্বে এই অভিযানটি চালানো হয়। এদিন দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে ডাউন কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মে এসে পৌঁছায়। তারপরে বোরখা পরা এবং গায়ে ওড়না জড়ানো ২৭ বছর বয়সি ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে জিআরপি। ধৃত ওই মহিলার হাতের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫৯৪ গ্রাম হেরোইন। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। সুদূর আসাম থেকে একা একজন মহিলা পাঁচ বছরের সন্তানকে নিয়ে কিভাবে আড়াই কোটির টাকার হেরোইন আনার দক্ষতা দেখালো সেব্যাপারেও তদন্ত শুরু করেছে মালদা জেলা পুলিশ।

জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম শামিনা খাতুন। তার স্বামী হজরত আলির ভিন রাজ্যের দিনমজুর। ছেলের পাঁচ বছর বয়স। ওই মহিলার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার দক্ষিণ হিজলটোলা এলাকায়। তবে প্রত্যন্ত গ্রামের একজন সাদামাটা গৃহবধূ যে এই হেরোইন চক্রে ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করছিল তা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদেই জানতে পেরেছে তদন্তকারী অফিসারেরা। মাত্র দশ হাজার টাকার চুক্তিতেই ওই মহিলাকে আসাম থেকে হেরোইন মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়ার বরাত দিয়েছিল মাদক কারবারীর পান্ডারা। এদিন দুপুর ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশনে এক নম্বর প্লাটফর্মে এসে পৌঁছায়। কিন্তু ওই মহিলার নামার কথা ছিল মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা স্টেশনে। সেখানে না নেমেই মালদা টাউন স্টেশনে নামতেই তাকে জিআরপির পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

মালদা টাউন স্টেশনের জিআরপি প্রশান্ত রায় জানিয়েছেন, তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে ওই মহিলা এর আগেও এরকম কাজ করেছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কলকাতা এসটিএফের একটি সূত্র থেকেই আমাদের কাছে খবর আসে কামাখ্যা - পুরী এক্সপ্রেস ট্রেনের জেনারেল কামরায় মুর্শিদাবাদের একজন বোরখা পরা মহিলা আড়াই কোটি টাকার হেরোইন নিয়ে ফিরছে। এরপরই বিভিন্নভাবে ওই মহিলার ওপর নজরদারি রাখার চেষ্টা চালানো হয়। মালদা টাউনে আসতে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে আজ আদালতের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হবে।

বাম কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েতে আবাস প্রকল্পে দুর্নীতি, বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবাস প্রকল্পে বাম কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলিয়া পাঠানপাড়া এলাকার প্রকৃত উপভোক্তাদের নিয়ে চরম বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পাকা ঘর পাওয়ার তালিকায় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের প্রধানের ভাই থেকে শুরু করে একাধিক আত্মীয়ের নাম রয়েছে। বঞ্চিত হয়েছেন প্রকৃত উপভোক্তারা। এদিন উত্তেজনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলিয়া পাঠানপাড়া এলাকায় আবাস নিয়ে এই বিক্ষোভের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকাবাসী এবং তৃণমূল কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান রাজীব খান তৃণমূল কর্মীদের কাছে মাটির বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাসের ঘর পাইয়ে দেওয়ার জন্য কুড়ি হাজার টাকা করে কাটমানি চেয়েছিলেন। তারা দিতে পারেননি বলে তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে। যদিও ২০১৮ এবং ২০২২ সালের তালিকায় তাদের নাম ছিল বলে দাবি।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের প্রধানের ভাই আবুল কালাম আজাদের রীতিমতো অট্টালিকা বাড়ি রয়েছে। কিন্তু তার নাম রয়েছে তালিকায়। আরো প্রধান ঘনিষ্ঠদের নাম রয়েছে এই তালিকায়। আবাসের তালিকা নিয়ে এই বেনিয়ম এবং দুর্নীতিতে সরব হয়েছে তৃণমূল কর্মীরা। এদিন গ্রামের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। তাদের দাবি, যারা প্রকৃত যোগ্য তাদের ঘর দিতে হবে। আর যাদের পাকা বাড়ি রয়েছে তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। যদিও বরই গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের প্রধান রাজীব খানের দাবি, সার্ভের ক্ষেত্রে তাদের কোনও হাত নেই। অন্যদিকে তৃণমূলের মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য বুলবুল খান বলেন, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস ক্ষমতায় থেকে ব্যাপক দুর্নীতি করছে। পুরো বিষয়টি প্রশাসন কেউ জানানো হবে।

সাম্প্রদায়িকতা নয়, সর্ব ধর্মের মানুষকে মিলিয়ে সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হলদিয়া: সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন হলদিয়া শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে হলদিয়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ও প্রাক্তন উপপুরপ্রধান আজগর আলি পল্টু। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সংহতি দিবসে তিনি দেখালেন সম্প্রীতির পদযাত্রা। যেখানে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-জৈন-খ্রিস্টান সহ অন্য সব ধর্মের মানুষই আজগার আলি পল্টুর ডাকে সাড়া দিয়ে সম্প্রীতির পদযাত্রায় যোগ দেন। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন স্মরণীয় করে রাখতে একাধিক হিন্দু সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে রানি রাসমণি রোডে সভা করে শক্তি প্রদর্শন করতে ব্যস্ত গেরুয়া শিবির। পালিত হয়েছে শৌর্য দিবস। যেখানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বার্তা দেন এখনই হিন্দুরা জোটবদ্ধ না হলে আগামীতে বঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সেখানে আজগর আলি পল্টুরা হাঁটলেন উল্টোপথেই। বোঝালেন, বাংলায় সম্প্রীতির কোনও বিকল্প নেই। আজগর আলি পল্টু সমাবেশে বলেন, 'ব্রিটিশ সরকারের ধারা মেনেই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি।' এর বিরুদ্ধে পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি। রাজ্যে হিন্দু মেরুকরণে যখন রাজনীতি চলছে, তখন সম্প্রীতির বার্তায় সবাইকে এক জায়গায় এনে নতুন দৃষ্টান্ত রাখলেন আজগর আলি পল্টু।

টোটো গণনা শুরু হতেই বেআইনি টোটো কারবার ধরলেন কোন্নগরের পুরপ্রধান স্বপন দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: ই-রিকশার নাম করে চলছে বেআইনি টোটো! এমনই অভিযোগ ছিল স্থানীয় মানুষের। টোটো গণনা শুরু হতেই বেআইনি টোটো কারবারের পর্দা ফাঁস করলেন খোদ পুর প্রধান। হাতেনাতে ধরলেন বেআইনি টোটো কারবার। শহরে যানজট মূলত টোটোর কারণে হচ্ছে এমনই অভিযোগ ছিল শহরবাসীর। সেই টোটোকে কি করে নিয়মে বাঁধা যায় তার প্রচেষ্টা চলছে।

পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশে টোটো গণনা শুরু হয়েছে গত মাস থেকে। চন্দননগর কর্পোরেশন এলাকায় ইতিমধ্যেই টোটো গণনা করা হয়েছে। কোন্নগর পুরসভাতে শুরু হয়েছে টোটো গণনা। শহরে কত টোটো চলছে তা জানতে ক্যাম্প চলে। সেখানেই ভাগার মোড়ে পুর প্রধান স্বপন দাস কয়েকজন পুরসভার কর্মীকে নিয়ে একটি গ্যারেজে হানা দেন। সেখানে দেখা যায় নকল ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর বসানো হচ্ছে টোটোতে। সেই মেসিন সহ দু'জনকে আটক করেন। পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেন।

পুর প্রধান বলেন, 'সরকারকে ফাঁকি দিয়ে বেআইনি কাজ চলছিল জানতে পারি। কয়েকটি টোটোতে নতুন নম্বর দেখে সন্দেহ হয়। ওই গ্যারেজে তাদের হাতেনাতে ধরি। যে সংস্থা টোটো বা ই-রিকশা তৈরি করে তার ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর থাকে। যা দিয়ে বোঝা যায় কোন সংস্থার সেটি। কিন্তু এক্ষেত্রে লোকাল লেদ বা গ্যারাজে এই ভাবে টোটো তৈরি করা হচ্ছে যা গোটাটাই বেআইনি। এই কারবার চলতে দেওয়া যাবে না।'

অভিযুক্ত গ্যারেজ মালিকের দাবি, তিনি ভুল করেছেন। এটা করা উচিত হয়নি। কলকাতা থেকে নম্বরিং করার মেশিন কিনে এনে এই কারবার চলছিল। ঘটনাস্থলে পুরো প্রধান পৌঁছতেই কিছু নম্বর করতে আসা টোটো দেখামাত্রই দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু একটি টোটোকে নম্বরিং হওয়া অবস্থায় হাতে নাতে ধরে ফেলেন পুরপ্রধান। তারপরেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে ইতিমধ্যেই।

সাতগেছিয়া স্কুলে সৌরভের শুভেচ্ছা

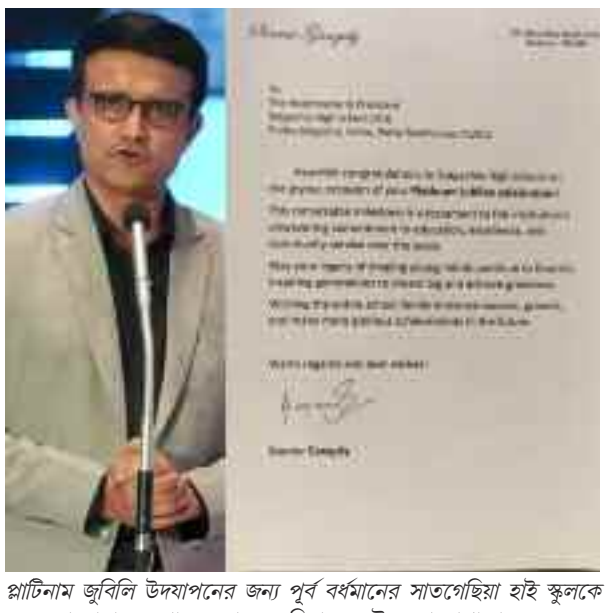

প্লাটিনাম জুবিলি উদযাপনের জন্য পূর্ব বর্ধমানের সাতগেছিয়া হাই স্কুলকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার 'আইকন'। তাঁর ভারতীয় দলে জার্সি গায়ে খেলা দেখে একসময় ক্রিকেটের নবজাগরণ শুরু হয়ে যায় বাংলায়। ভারতীয় দলে অধিনায়কত্ব সামলেছেন। একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন। সেই সৌরভই পরবর্তীকালে সিএবি ও পরে বিসিসিআইয়ের মসনদেও বসেছেন। সম্প্রতি ময়দানের ছোট মাঠগুলোয় প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতেও দেখা যায় তাঁকে। মানুষের নানা দুঃসময়ে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দেন। বাঙালির প্রিয় 'মহারাজ'কে দেখা গেছে দুর্গাপুজো থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোয় মানুষের স্রোতে ভেসে যেতে। পদে না থাকলেও এখনও তিনিই বাংলার ক্রিকেটে শেষ কথা। ব্যস্ততার মধ্যেই সময় কাটান। এরই ফাঁকে পূর্ব বর্ধমানের সাতগেছিয়া স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলির খবর পেয়েছেন। ক্রীড়া সাংবাদিক মনোজিৎ মৌলিকের থেকে সে'খবর জানার পরই, স্কুলের কচিকাঁচাদের জন্য শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাতে ভুল করেননি। গ্রামের স্কুলের কাছে এ যে বড় প্রাপ্তি।

পুলিশকে ধাক্কা ও মারধর, গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পুলিশের কাজে বাধা, ধাক্কাধাক্কি ও মারধরের অভিযোগে বসিরহাটের মাটিয়া থানার চাঁপাপুকুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মাটিয়া থানার অন্তর্গত চাঁপাপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আকিপুর গ্রামে আমিরুল ইসলাম এবং সরিফুল ইসলাম দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে জমি সংক্রান্ত শরিকি বিবাদ চলছিল। অভিযোগ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক ভাই সরিফুলের পক্ষ নিয়ে চাঁপাপুকুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য আনসার আলি মণ্ডল দলবল নিয়ে আমিরুল ইসলামের বাড়িতে হামলা চালায়। আমিরুল ইসলামকে বেধড়ক মারধর করে সেই সময় আমিরুলের স্ত্রী, মেয়ে, জামাই ঠেকাতে গেলে তাদেরও বেধড়ক মারধর করে। স্ত্রীকে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই খবর পেয়ে মাটিয়া থানার পুলিস ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও তার দলবলের হাতে আক্রান্ত হয় পুলিশ। এরপর মাটিয়া থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে আমিরুল ইসলামের পরিবারের লোকজন ও পুলিশকে হেনস্তার অভিযোগে আনসার আলি মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। আনসার আলি মণ্ডলকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ট্যাব দুর্নীতির মূল পান্ডা ইয়াসিন আলি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ট্যাব দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করল বসিরহাট সাইবার ক্রাইম ও স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। মূল পান্ডা গ্রেপ্তার উত্তর দিনাজপুর থেকে। সুন্দরবনের ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যাকাউন্ট জাল করে লক্ষ লক্ষ টাকার ট্যাব দুর্নীতির অভিযোগে মূল পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল বসিরহাট সাইবার ক্রাইম ও স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের নিত্যানন্দ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে ১২ জনের নামে অভিযোগ করে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে জানতে পারে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের কয়েকশ ছাত্র-ছাত্রী ট্যাব পাওয়ার অ্যাকাউন্টের নম্বর জাল করে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা যুবক বছর ২৩ এর ইয়াসিন

আলি। চলতি বছরের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখে ইয়াসিন সহ মোট চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। ইতিমধ্যে এই তদন্ত ভার নেয় বসিরহাট পুলিশ জেলার সাইবার থানা ও স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। ইয়াসিন আলিকে শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। বিচারক তাকে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

চোরাই টোটো উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: চোরাই টোটো সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। টোটো চুরির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম চন্দন সরকার। সে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ২৫ নভেম্বর বনগাঁ থানায় একটি টোটো চুরির অভিযোগের হয়। সেই মামলার তদন্তে নেমে চন্দনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি চোরাই টোটো উদ্ধার হয়েছে। ধৃতকে শুক্রবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

চন্দননগরে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্তে খুনের ইঙ্গিত মেলেনি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: চন্দননগরের কুণ্ডুঘাটের বাসিন্দা নিখিল রায়ের (৬) মৃত্যু হল কী ভাবে? তদন্তে আরও গভীরে যেতে চাইছে পুলিশ। এমনকী, বাড়িতে চুরির যে অভিযোগ করা হয়েছিল, তারও কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে দাবি পুলিশের।

চন্দননগরে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় ময়নাতদন্তে খুনের ইঙ্গিত মেলেনি বলে জানাল পুলিশ। শিশুটির নিউরোলোজিক্যাল সমস্যা ছিল বলেও জানা গিয়েছে। পুলিশের দাবি, শিশুর শরীরে কোথাও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। নিখিলের পরিবারের দাবি ছিল, শিশুটি ঘরে বসে কার্টুন দেখছিল। বাবা কাজে গিয়েছিলেন। মা কোনও কাজের জন্য বাইরে ছিলেন। নিখিলের বাবা নবকুমার বিশ্বাস জানান, তাঁদের বাড়ি থেকে কিছু জিনিস চুরি গিয়েছে। চুরির জন্য ঘরে ঢুকেই তাঁদের ছেলেকে হত্যা করেছে দুষ্কৃতী। নিখিলের দিদি স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে ভাইয়ের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিচ্ছি। শিশুটির বডি ফ্লুইড, ভিসেরা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তাকে হত্যা করার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি।' পরিবারের তরফে যে চুরি বা ডাকাতির কথা বলা হয়েছে, সে ব্যাপারেও কিছু প্রমাণ মেলেনি বলে দাবি কমিশনারের। তিনি আরও বলেন, 'বাড়ির সামনের দরজা লক ছিল। পেছনের দরজা বাইরে থেকে খোলা সম্ভব নয়। গয়না নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার পাশে আরও গয়না ছিল, সেটা নিয়ে যাওয়া হয়নি।'

নিহত নিখিলের মা-বাবা ও দিদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। পুলিশ কমিশনারের দাবি, নিখিলের মায়ের বক্তব্যেও বেশ কিছু অসঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'উনি ওঁর ছেলেকে হারিয়েছেন। সেই কারণে স্থিতাবস্থা নেই। আমরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। পরবর্তীকালে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তরুণীকে মারধর, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কলেজ পড়ুয়া তরুণীকে মারধর করার অভিযোগ। বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল তরুণী। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানা এলাকার এক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী শুক্রবার বনগাঁ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জানায়। কিছুদিন আগে ওই তরুণী ও তার বান্ধবীদের সঙ্গে এক যুবকের পরিচয় হয়েছিল। পরবর্তীতে ওই যুবক তরুণীকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। তরুণী প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তাকে বিভিন্ন সময় কটুক্তি করত ওই যুবক। বৃহস্পতিবার সকাল ৮০০ টায় বনগাঁর ত্রিকোণ পার্ক এলাকায় টিউশন পড়তে গেলে ওই যুবক তরুণীর হাত ধরে টানাটানি করে তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে তরুণী বনগাঁ থানায় ওই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। তরুণীর বাবার দাবি তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। মেয়ে টিউশন পড়তে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে এবং ওই যুবক হুমকি দিয়েছে মেয়েকে মেরে লাশ গুম করে দেবে। আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি প্রশাসন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক।

দুর্গাপুজোর বিকল্প হিসেবে দেবী অন্নপূর্ণার পুজো হয় ধানাড়া গ্রামে

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: গ্রামে দুর্গাপুজো হয় না। শারদোৎসবের আনন্দ থেকে তা বলে বঞ্চিত হবে গ্রামের মানুষ। তাই বিকল্প ব্যবস্থা। অগ্রহায়ণের নতুন ধান ওঠাকে কেন্দ্র করে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের ধানাড়া গ্রামে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে নবান্ন উৎসব দেবী অন্নপূর্ণার পুজো। তিথি মেনে অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমীতে এই পুজো হচ্ছে। দুর্গাপুজোর মতো এখানেও সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিন ধরে মহাসমারোহে দেবী অন্নপূর্ণার পুজো হয়। গ্রামের আট থেকে আশি সকলে মেতে ওঠে। পুজো উপলক্ষে বাপের বাড়ি আসেন বিবাহিত মহিলারা।

যারা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন তাঁরাও এই সময় ফেরেন বাড়িতে। রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের ধানাড়া গ্রামের অন্নপূর্ণা পুজো সব থেকে প্রাচীন ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধানাড়া গ্রামের দেওঘরিয়া ও চট্টোপাধ্যায় পরিবার একত্রে এই পুজোর আয়োজন করে থাকেন। তবে এই গ্রামে অন্নপূর্ণা পুজো হয় সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে। ১৮৯ বছরের পুরনো এই পুজোকে কেন্দ্র করে আছে বেশ কিছু ঘটনা।

শোনা যায়, পুরুলিয়ার কাশিপুর রাজ বংশের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংদেও নিজে এসে এই ধানাড়া গ্রামের অন্নপূর্ণা পুজো শুরু করে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।

রাজা খুশি হয়ে গ্রামের কয়েকটি পরিবারকে দেওঘরিয়া উপাধি দেন। পাশাপাশি দেবী অন্নপূর্ণার নামে বেশ কিছু চাষের জমিও দান করেছিলেন রাজা। ওই জমির ফসল থেকেই ফি বছর পুজোর খরচ চলতো। এছাড়া এসব জমির ধান থেকে যে চাল পাওয়া যেত তা থেকেই হত পঞ্চগ্রামের মহাভোজ। এই মহাভোজের বৈশিষ্ট্য হল যে পরিবার যেদিন পুজোর দায়িত্ব পেত, সেই পরিবারকে সেদিন এলাকার পাঁচটি গ্রামের হাজার পাঁচেক মানুষকে নতুন চালের অন্নভোগ খাওয়াতে হত। এছাড়া জাতি ধর্ম পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে এই অন্নভোগ গ্রহণ করেন। তবে বর্তমানে সেই প্রাচীন নিয়ম নীতি মেনেই ধানাড়া গ্রামে অন্নপূর্ণা পূজা হলেও জৌলুস অনেকটা কমেছে। উদ্যোগকর্তারা তপন কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনী চ্যাটার্জীরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে আর্থিক সাহায্য করছেন সেই ভাবেই এই অন্নপূর্ণার পুজোতেও আর্থিক সাহায্য করা হোক। তবেই এই প্রাচীন পুজোকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

সিংভির আসনে মিলল ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল! তদন্ত

উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়। নির্দেশ দেওয়ার সময়ে আসন সংখ্যা ও

সেই আসন কার জন্য নির্দিষ্ট, সেটি উল্লেখ করা হয়। তাতেই প্রবল আপত্তি জানায় বিরোধীরা। তদন্ত

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক মনু সিংভির আসন থেকে মিলল ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল! শুক্রবার এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। তবে রাজ্যসভার আসনে টাকা উদ্ধারের তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট সাংসদের নাম প্রকাশ করা নিয়ে রাজ্যসভায় প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার ২২২ নম্বর আসন থেকে ৫০০ টাকার নোটের একটি বান্ডিল মেলে। যদিও কেউ সেটার দাবি না জানানোয় বিষয়টি রাজ্যসভার অ্যান্টি সাবোতাজ কমিটিতে পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন শেষ হওয়ার আগেই কী ভাবে নাম ঘোষণা হল তাই নিয়ে আপত্তি করেন রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। তদন্ত প্রভাবিত করতে চাইছে বিরোধীরা, পালটা দাবি করেন জে পি নাড্ডা।

গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ তথা বিখ্যাত আইনজীবী সিংভি। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ৫৭ নাগাদ রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন। মিনিট তিনেকের মধ্যেই মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন। তারপর অন্তত আধঘণ্টা তিনি ছিলেন সংসদের ক্যান্টিনে। গোটা সময়ে তাঁর কাছে কেবল একটি ৫০০ টাকার নোট ছিল। দুপুর দেড়টা নাগাদ তিনি সংসদ চত্বর থেকে বেরিয়ে যান।

শুক্রবার অধিবেশনের শুরুতেই উপরাষ্ট্রপতি জানান, বৃহস্পতিবার নিয়মমাফিক তল্লাশি শেষে ২২২ নম্বর আসন থেকে ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল উদ্ধার হওয়ায় আইনি পদ্ধতিতে গোটা ঘটনার তদন্ত হবে। সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সিংভি বলেন, 'প্রত্যেক সাংসদের জন্য নির্দিষ্ট আসন আছে, সেটা তালাবন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা হোক। ওই চাবি সংশ্লিষ্ট সাংসদের কাছে রাখা হোক। তা না হলে যে কোনও সাংসদের আসনে যা খুশি করে অভিযোগ আনা যেতে পারে।' কী ভাবে কেউ এসে তাঁর আসনে টাকা রেখে যেতে পারে, সেটার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ।

পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা কৃষকদের, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ, বন্ধ ইন্টারনেট

চণ্ডীগড়, ৬ ডিসেম্বর: হরিয়ানার শম্ভু সীমানায় আটকে দেওয়া হল কৃষক সংগঠনের মিছিল। আর এগোতে দেওয়া যাবে না বলে পুলিশ জানাতেই কৃষকরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে। তখনই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে হয়েছে। এই ঘটনায় ছ'জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বেশ কয়েক জন কৃষককে আটক করেছে পুলিশ।

অম্বালায় বন্ধ করা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। কৃষক সংগঠন সংযুক্ত কিষান মোর্চার ডাকে সাড়া দিয়ে হরিয়ানার অম্বালায় শুক্রবার জড়ো হন কৃষকরা। সেখান থেকেই দুপুর ১টায় দিল্লির উদ্দেশে হেঁটে মিছিল করে রওনা দেন তাঁরা। কিন্তু শম্ভু সীমানায় পৌঁছতেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, কৃষকদের আর এগোনোর অনুমতি নেই। অশান্তির আশঙ্কায় হরিয়ানার অম্বালায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। ফলে একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি জমায়েত করতে পারবেন না। কৃষকদের এই অভিযান আটকাতে তৎপর পুলিশও। ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক বহুস্তরীয় নিরাপত্তাবলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো হয়েছে জাতীয় সড়ক।

অশান্তির আশঙ্কায় শুক্রবার সকাল থেকেই স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। পাশাপাশি একসঙ্গে একাধিক মেসেজ পাঠানোর ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। কৃষকদের এই দিল্লি অভিযানের মধ্যেই কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রীর বার্তা, সরকার আলোচনা করতে রাজি।

শুধু হরিয়ানা নয়, পঞ্জাব থেকেও মিছিল যাবে দিল্লিতে। এই কর্মসূচির কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার রাত থেকে দিল্লি-পঞ্জাব এবং দিল্লি-হরিয়ানা সীমানায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, কৃষি ঋণ মকুব, পেনশনের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের বিল না-বাড়ানোর মতো বেশ কয়েকটি দাবিতে দিল্লি অভিযানের ডাক দিয়েছে পঞ্জাব এবং হরিয়ানার কৃষক সংগঠনগুলি।

ইউনুসের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিবেচনার আর্জি বিজেপি সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: বাংলাদেশের হিংসার ঘটনা নিয়ে এবার সরাসরি নোবেল কমিটিকে চিঠি দিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। মহম্মদ ইউনুসের নোবেল শান্তি পুরস্কার পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে লাগাতার হিংসা, অত্যাচারের শিকার হিন্দু ও সংখ্যালঘুরা। সব দেখেও কার্যত চোখ ফিরিয়ে রেখেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান তথা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুস।

শুক্রবার নোবেল কমিটিকে চিঠি দিয়ে জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো লেখেন, ত'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তের নাম হিংসা ও অত্যাচারের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীনে বাংলাদেশে হিন্দু ও সংখ্যালঘুরা চরম হিংসা ও আক্রমণের শিকার হচ্ছেন।' তিনি লেখেন যে মহম্মদ ইউনুস একসময় সমাজ সংস্কারের ভূমিকায় থাকলেও এখন 'হিন্দু নিধনকারী' হিসেবে পরিচিতি তাঁর। মাইক্রোফিন্যান্স নিয়ে বিশ্বজুড়ে তাঁর প্রশংসা হলেও, আজ তিনি দেশের জনগণের ওপরে হয়ে চলা ঘৃণ্য অপরাধ দেখছেন না। হিন্দুরা অবর্ণনীয় অপরাধের শিকার হচ্ছেন।

জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো তাঁর চিঠিতে হিন্দুদের বাড়িঘর, মন্দির ভাঙচুর, গণহত্যা, ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন। দুর্গাপুজোর মতো হিন্দু উৎসবে বাধা দেওয়া, ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অভিযোগও জানিয়েছেন। চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারির উল্লেখ করে ধর্মীয় নেতাদের হুমকি, তাদের ওপরে হামলার ঘটনারও উল্লেখ করেছেন তিনি। শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ইউনুস এখন 'হিন্দুদের হত্যাকারী' তকমা পেয়েছেন বলেই উল্লেখ করেন বিজেপি সাংসদ।

নোবেল কমিটির নৈতিক দায়িত্বে কথাও স্মরণ করিয়েছেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ। চিঠিতে অতীতেও নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত হেনরি কিসিঞ্জারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সেই বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি। এদিন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনুসের নোবেল পাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, 'শান্তির জন্য যে মানুষটাকে নোবেল দেওয়া হয়েছিল, তিনি তাঁর নিজের দেশেই শান্তিশৃঙ্খলার বজায় রাখতে চূড়ান্ত ব্যর্থ। তিনি কি আদৌ সেসব কিছু করতে পারছেন? হাস্যকর নানা বিবৃতি দিচ্ছেন।'

স্পিকারের বক্তব্য, 'নোবেল পুরস্কার কেড়ে নেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে আমি মতামত দেওয়ার কেউ না। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি বাংলাদেশের এই ঘটনার পর এরকম একটা মানুষকে কেন নোবেল দেওয়া হয়েছিল সেটাই প্রশ্ন। এটা গ্রহণযোগ্য নয়।' তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে খুব ভালোবাসতেন ওপার বাংলার মানুষেরা। আমি নিজে ওখানে গিয়েছি। আমার পরিবারের লোকরা ওখানে ছিল। কিছু মৌলবাদী লোক ইচ্ছাকৃত ভাবে এই সন্ত্রাস তৈরি করছে। এর প্রতিবাদে সবার সোচ্চার হওয়া উচিত।'

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে প্রেসিডেন্ট ইয়ন শুক ইওলের অপসারণের দাবিতে মোমবাতি নিয়ে বিক্ষোভ।

বাবা-মা ও দিদিকে খুনের পরিকল্পনায় অনেকদিন ধরেই, নেট থেকে তথ্য!

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: দক্ষিণ দিল্লির একটি বাড়ি থেকে একই পরিবারের তিনজনের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল। কী ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে বাবা-মা ও দিদিকে খুন করা যেতে পারে অনেকদিন ধরেই সে পরিকল্পনা চালাচ্ছিলেন দিল্লির অভিযুক্ত তরুণ। নিমেষের মধ্যে সকলকে হত্যা করতে ইন্টারনেট থেকে তথ্য জোগাড় করেছিলেন অভিযুক্ত। হামলার ধরন দেখে সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ। অভিযুক্ত অর্জুন তনওয়ার ইন্টারনেট ঘেঁটে যে তথ্য জোগাড় করেছিল, তার সঙ্গে এই হত্যার মিল রয়েছে কিনা, যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনায় এক নিমেষে পরিবারের সকলকে খুন করেন অভিযুক্ত অর্জুন। প্রথমে দিদির শ্বাসরোধ করে গলার নলি কাটার পর দোতলায় উঠে ঘুমন্ত বাবার গলায় ছুরি বসিয়ে নীচে নেমে আসেন। সেখানে মা বাথরুম থেকে বের হতেই তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। ভয়াবহ এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের ফোন ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করে তা ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে জেরা করে জানা গিয়েছে, এই খুন করতে ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

শুধু তাই নয়, খুনের পর তথ্যপ্রমাণ লোপাটও নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে করেন অভিযুক্ত। বাবা ও মায়ের গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করার পর রক্ত আটকাতে তাঁদের গলায় কাপড় পেঁচিয়ে রক্তমাখা পোশাক ব্যাগে ভরে বেরিয়ে যান তিনি। ব্যাগ জঙ্গলে ফেলে বাড়ি এসে সব রক্ত ধুয়ে ফেলেন। পরদিন ভোর ৫টা নাগাদ প্রাতঃভ্রমণেও যান অভিযুক্ত। সেখান থেকে ফিরে চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডেকে খুনের কথা জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পুলিশকে জানান, প্রাতঃভ্রমণ সেরে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন, বাবা, মা এবং বোন রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছেন।

উল্লেখ্য, বুধবার দক্ষিণ দিল্লির নেব সরাইয়ে একটি বাড়ি থেকে একই পরিবারের তিনজনের দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে ২০ বছরের অর্জুনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানান, পরিবারের কারও সঙ্গে বনিবনা ছিল না তরুণের। বাড়িতে তাঁকে নিয়ে গোলমাল লেগেই থাকত। ছেলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন বাবা। কথা কাটাকাটি লেগে থাকত। সম্প্রতি সম্পত্তির ভাগ নিয়েও ছেলের সঙ্গে একপ্রস্থ বচসা হওয়ার পরই বাবা-মাকে হত্যার ছক কষেন অর্জুন।

রুমমেটের সঙ্গে বচসা, ছুরির কোপে নির্মম খুন ভারতীয় পড়ুয়ার

ওটায়া, ৬ ডিসেম্বর: কানাডায় রুমমেটের হাতে খুন হলেন ভারতীয় পড়ুয়া। জানা গিয়েছে, গত ১ ডিসেম্বর দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। সেই সময়েই ভারতীয় পড়ুয়াকে লাগাতার ছুরির কোপ মারে তাঁর রুমমেট। আপাতত অভিযুক্ত রুমমেটকে আটক করা হয়েছে। জাতিবিদ্বেষের জন্য এমনটা ঘটেছে কিনা, তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কানাডা পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম গুরাসিস সিং। ২২ বছর বয়সি গুরাসিস পাঞ্জাবের বাসিন্দা। কানাডার সারনিয়াতে ল্যাম্বটন কলেজের পড়ুয়া ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, সারনিয়াতেই ক্রসলি হান্টার নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন গুরাসিস। গত ১ ডিসেম্বর ভোরবেলা ক্রসলির সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয় তাঁর। হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যায় সেই সংঘাত। তার পরেই রান্নাঘরে থাকা ছুরি দিয়ে গুরাসিসের উপর এলোপাথাড়ি কোপ মারে ক্রসলি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় গুরাসিসকে। ঘটনাস্থল থেকেই অভিযুক্ত ৩৬ বছরের ক্রসলিকে আটক করে পুলিশ। সারনিয়া পুলিশের তরফে জানানো হয়, আপাতত গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। কী কারণে ভারতীয় পড়ুয়াকে এইভাবে খুন করা হল, খতিয়ে দেখা হচ্ছে সেটাও। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, খুনের নেপথ্যে জাতিবিদ্বেষের কারণ নেই।

ভারতীয় পড়ুয়ার এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে শোকাহত ল্যাম্বটন কলেজও। ওই কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার জন্য বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে। শেষকৃত্যের জন্য গুরাসিসের দেহ ভারতে ফেরানোর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বছর থেকে ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ব্যাপক টানাপোড়েন চলছে। তার প্রভাব পড়েছে প্রবাসী ভারতীয়দের উপরেও। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতীয় পড়ুয়া খুনের ঘটনায় স্বভাবতই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অপরিবর্তিত রেপো রেট

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: বছরের শেষ ত্রৈমাসিকেও অপরিবর্তিত থাকছে রেপো রেট। শুক্রবার মানিটারি পলিসি কমিটির বৈঠক শেষে জানিয়ে দিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি নিয়েও সুখবর শুনিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার শীর্ষ ব্যাঙ্কের ছয় সদস্যের আর্থিক কমিটির বৈঠকেই স্থির হয় অপরিপর্তিত রাখা হবে রেপো রেট। ৪ সদস্য রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে মত দেন। এর আগে পর পর ১০ ত্রৈমাসিকে রেপো রেট বাড়ানো হয়নি। তবে বাড়ছিল মুদ্রাস্ফীতি। তবে শেষ ত্রৈমাসিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাস্ফীতি। এর আগে ১০ ত্রৈমাসিকে যেহেতু রেপো রেট বাড়ানো হয়নি, তাই এবারও বাড়ানো হবে না বলেই মনে করছিল অর্থনৈতিক মহল। সেই প্রত্যাশা মিলে গেল। মহারাষ্ট্রের ভোটের ফলের পরও সুদের হার বাড়ানো হল না।

শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মানিটারি পলিসি কমিটির বৈঠক শেষে জানিয়ে দেওয়া হল, আগামী ত্রৈমাসিকেও সুদের হার অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ আগামী তিন মাসের জন্য রেপো রেট থাকছে ৬.৫ শতাংশ। ২০২৩ সালের মার্চে শেষবার রেপো রেট বাড়ানো হয়েছিল। তারপর থেকেই অপরিবর্তিত সুদের হার। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের শেষেও সুদের হার অপরিবর্তিত রাখারই সিদ্ধান্ত নিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মানিটারি পলিসি কমিটি।

এদিন রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখায় আপাতত বাড়ি-গাড়ির ঋণে সুদের হার বাড়ার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। তবে মুদ্রাস্ফীতির হার নিয়ে উদ্বিগ্ন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। তিনি জানিয়েছেন, আগামী বছর সার্বিক ভাবে মুদ্রাস্ফীতির হার ২-৬ শতাংশের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, 'আমজনতার জন্য দামের স্থিতিশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে আর্থিক বৃদ্ধির দিকেও নজর দিতে হবে। এই পথে মূল সমস্যা মুদ্রাস্ফীতি।'

পুত্র সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে ব্রিটেনে সর্বোচ্চ পছন্দ 'মহম্মদ', মেয়েদের ক্ষেত্রে অলিভিয়া

লন্ডন, ৬ ডিসেম্বর: সকলকে পিছনে ফেলে শীর্ষে উঠে এল 'মহম্মদ'! জানা গিয়েছে, ব্রিটেন এবং ওয়েলসে সদ্যোজাত পুত্রের নাম 'মহম্মদ' রাখছেন অধিকাংশ অভিভাবক। ২০২৩ সালের জনপ্রিয় নামগুলোর তালিকায় সবার উপরে উঠে এসেছে মহম্মদ। এমনটাই জানা গিয়েছে ব্রিটেন এবং ওয়েলসের অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্স সূত্রে। প্রত্যেক বছর সদ্যোজাতদের জনপ্রিয় নামের তালিকা তৈরি করে এই সংস্থা। ২০২২ সালে ব্রিটেনে পুত্রের নামের তালিকায় সবার উপরে ছিল নোয়া। দ্বিতীয় স্থানে ছিল মহম্মদ। এক বছরে পরে ছবিটা উলটে গিয়েছে। ছেলেদের জনপ্রিয়তম নাম হিসাবে উঠে এসেছে মহম্মদ। দ্বিতীয় স্থানে নোয়া। জনপ্রিয় নামের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে অলিভার। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ সালে ব্রিটেনে ৪১৭৭টি সদ্যোজাত পুত্রের নাম মহম্মদ রাখা হয়েছিল। এক বছর পরে সেই সংখ্যাটা ৪৬৬১ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

রাজধানী লন্ডনের পাশাপাশি উত্তর এবং পশ্চিম মিডল্যান্ড এলাকায় মহম্মদ নামের জনপ্রিয়তা বেশি বলে জানা গিয়েছে। অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্সের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মহম্মদ নামের আরও দুটি ধরনও বেশ জনপ্রিয় ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে। জনপ্রিয় নামের তালিকায় ২৮ নম্বরে রয়েছে মোহাম্মেদ এবং ৬৮ নম্বরে রয়েছে মোহাম্মাদ। পুত্রসন্তানের জনপ্রিয় নামের তালিকায় নতুন হিসাবে উঠে এসেছে বোধি, জ্যাক্স ইত্যাদি।

সদ্যোজাত কন্যাদের জনপ্রিয় নামের তালিকায় ২০১৬ সাল থেকেই শীর্ষে রয়েছে অলিভিয়া। ২০২৩ সালের তালিকায় প্রথম তিনে রয়েছে অলিভিয়া, অ্যামেলিয়া, আইলা। এছাড়াও ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া 'বার্বি' এবং 'ওপেনহাইমার' ছবির মুখ্য অভিনেতা মার্গট রবি এবং কিলিয়ান মার্ফির নামেও সদ্যোজাত সন্তানদের নাম রেখেছেন ব্রিটেন এবং ওয়েলসের দম্পতিরা। রাজপরিবারের নাম অর্থাৎ ক্যামিলা, মেগান, হ্যারি-এগুলো জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। বরং সপ্তাহের দিন বা ঋতুর নামে সন্তানদের নাম রাখতে চাইছেন ব্রিটেনের অভিভাবকরা।

দক্ষিণ গাজার খান ইউনুস শহরের একটি ক্যাম্পে ইজরায়েলি হামলায় অন্তত ২৩ জন প্রাণ হারালেন, আহত বহু।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

Notice e-Tender

The Prodhan Malibari-II Gram Panchayat invites e-Tender through e- Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIeT **No.: . 09/5th SFC/2024-25 Memo No. 1523/Mali-II/2024 Dated : 04/12/2024.** Last date of Bid submission **12.12.2024** upto **18:00 Hours.** For details please visit **http://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan
Malibari-II G.P.
RANINAGAR-II BLOCK,
MURSHIDABAD**

NIT No. SFDC/MD/NIT-14(e)/2024-25

SFDC Ltd. Invites. 1 (one) no. tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work "Cleaning and removal of water hyacinth of ponds sector- B & C, Goltala Fisheries Project, North 24 Parganas". Bid submission end date on **23/12/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **26/12/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our **website -www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

**NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE**

e-EOI are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. EOI No: REV/NM/EOI-3e/2024-25 ID:2024_MAD_780436_1. Last Date of receiving EOI On 20 Dec 2024 06:00PM N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http:// wbtenders.gov.in this advertisement is also given http://nabadwip municipality.in

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

**OFFICE OF THE
BANSPOLE GRAM PANCHAYAT
(Under Habra II dev. Block)**

1nos e-Tender (Containing 2nos schemes) has been invited at various location within Banspole Gram Panchayat, details are stated below **NIT no. 08/BGP/15thFC/2024-25 Dt. 06/12/2024 under 15th FC fund** Please visit the site: **www.wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned, **Bid submission start date: 06/12/2024 at 03:00 PM. Bid submission end date: 13/12/2024 up to 03:00 PM., Date & Time of opening bids: 16/12/2024 at 11.00 AM.**

**Sd/-
Pradhan
Banspole Gram Panchayat**

**ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305**

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-40 of 2024-2025 Dated 05.12.2024

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

**Basantapur Gram Panchayat
Under Amta-1 Panchayat Samity
Manikura, Amta, Howrah**

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 7 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA-1/BGP/24-25/NIT/560/(1-7), Date: 06.12.2024.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **06.12.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **14.12.2024 up to 04:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **17.12.2024 at 11:00 AM.** For details please visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

**Sd/-
Prodhan
Basantapur Gram Panchayat**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৬২৩, তারিখঃ ০৫.১২.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলস্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৬৫; কাজের নাম ঃ** ১) এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে জোনাল নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার কাম ইপিসি বিল্ডিং নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। ২) এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে অ্যাপ্রোচ রোড এবং পাথওয়ের সাথে হাওড়া ইয়ার্ড রিমডেলিং সংশ্লিষ্ট সার্ভিস বিল্ডিং নির্মাণ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৩,৬৭,০২,৫৯০/-; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) ঃ** ₹ ৩,৩৫,৫০০.০০ ; **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টায়। বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো টেন্ডারে উল্লিখিত জমার শেষ তারিখটি যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না যেহেতু আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট টেন্ডারের আবেদন জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। সেইহেতু, টেন্ডারটি জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে যেকোনো সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে খোলা হবে। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের অফারটি অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-464/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayHeadquarter

**Office of the
Hazbibidanga Gram Panchayat
P.O.-PANCHGRAM BLOCK-NABAGRAM DIST.-MURSHIDABAD**

1) NOTICE INVITING e-TENDER NO- 02/Hazbibidanga GP/2024-25, Dated: 05/12/2024 is hereby invited through online by the Prodhan, Hazbibidanga, Sarbanagar, Panchgram Nabagram, MSD. for Civil works upto **16/12/2024 Time: 5.00PM**

Details may be obtained from this office during office hours.

**Sd/- Prodhan
Hazbibidanga G.P.
Sarbanagar, Panchgram
Nabagram, Murshidabad.**

**Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman**

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Replacement of burnt out Cable (from 200 KVA DG to Panels) at DMC Office Building.
e-Tender No. : DMC/ASSET/49/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_780304_1 • Estimated Amount : 11,64,000/-

2) Name of the Work: Supply & Installation and commissioning of Hybrid Rooftop Solar PV Power Plants, total array capacity 7kWp at Dhandabag Hindi Jr. High School Rishi Aurobindo Nagar, Ward No.- 16, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/EOI-50/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_780496_1

Last Date : 21st December 2024, up to 5:00 pm
For details : wbtenders.gov.in

**Sd/-
Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation**

জ্বললেন গোলাপি বলের রাজা স্টার্ক, ম্লান বিরাট-রোহিতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কি ভাই, একটু বেশিই স্লো বল?

প্রশ্নটি কি যশস্বী জয়সোয়ালকে করেছেন মিচেল স্টার্ক! পার্থে বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রানের ইনিংস খেলা জয়সোয়াল স্টার্ককে স্লেজিং করেছিলেন এই বলে;একটু বেশিই স্লো বল! স্টার্ক তখন বলেছিলেন, ভারতীয় ওপেনারের কথা তিনি শোনেনি। তা সেই সময় শুনুন আর না,ই শুনুন, মাত্র ১৫ টেস্ট খেলা ২২ বছর বয়সী একজন ব্যাটসম্যানের তাঁর বোলিং নিয়ে কী ধারণা, সেটা তো জেনে গেছেন স্টার্ক।

অ্যাডিলেডে ক্যারিয়ারের ৯১তম টেস্ট খেলতে নামা স্টার্কের অহমে ধাক্কা না লেগে পারে না! এ কারণেই হয়তো স্টার্ক জবাবটা দিলেন অ্যাডিলেড টেস্টের প্রথম বলেই, দুর্দান্ত এক সুইঙ্গিং ডেলিভারিতে জয়সোয়ালকেই এলবিডব্লু করে। উইকেটটি পাওয়ার পর উদ্‌যাপনও বেশ অনেকক্ষণ ধরে করেছেন স্টার্ক। সেটা হতে পারে টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে সর্বোচ্চ তিনবার টেস্টের প্রথম বলে উইকেট নিতে পারায়। এর আগে এই কীর্তি ছিল শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক পেসার পেদ্রো কলিন্সের। তিনি অবশ্য একজন ব্যাটসম্যানকেই তিনবার প্রথম বলে আউট করেছেন, সেই ব্যাটসম্যান বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেটার হান্নান সরকার।

জয়সোয়ালকে স্টার্ক কিছু বলেছেন কি না, তা পরেই জানা যাবে। তবে প্রথম বলেই তাঁর জয়সোয়ালকে ফেরানো নিয়ে স্টার স্পোর্টসে কথা বলেছেন এই সিরিজে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা অস্ট্রেলিয়ার সাবেক কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার, 'একটা জিনিস আমি খুব অল্প বয়সেই বুঝেছি, শেষ হাসিটা বোলাররাই হাসে। আপনি তো আউট হবেনই...এখানেও মিচেল স্টার্কই শেষ হাসি হাসল।'

শুধু জয়সোয়ালের সঙ্গে দ্বৈরথে শেষ হাসি হাসাই নয়, স্টার্ক আসলে টেস্টের প্রথম বলটি দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন পুরো দিনের সুর। এমনকি এ বলটা অ্যাডিলেড টেস্টেরই মূল আলাপের বিষয় হয়ে যেতে পারে। এমনিতে স্টার্ককে অনেকেই বলেন গোলাপি টেস্টের বোলিং-রাজা। সেটা তাঁর পারফরম্যান্সের কারণেই। অ্যাডিলেডে ক্যারিয়ারের ৯১তম টেস্ট খেলতে নেমেছেন স্টার্ক। এর মধ্যে ১৩টি টেস্ট তিনি খেলেছেন গোলাপি বলে। ১৭.৮১ গড়ে নিয়েছেন ৭২ উইকেট। সেরা ৪৮ রানে ৬ উইকেট, এটা তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিংও। আর গড়? ক্যারিয়ারের গড়ের চেয়ে বেশি ভালো। ৯১ টেস্টে ২৭.৫৩ গড়ে তিনি মোট উইকেট নিয়েছেন ৩৬৭টি।

প্রথম বলে উইকেট হারানো ভারতের ইনিংসকে পথ দেখানোর চেষ্টা করেন লোকেশ রাহুল ও শুবমান গিল। কিন্তু গোলাপি বলের রাজা জ্বলে উঠলে কারই,বা কী করার থাকে। রাহুলকে ফিরিয়ে তিনি ভাঙলেন ৬৯ রানের জুটি। রাহুল অবশ্য স্কট বোলান্ডের বলে আগেই আউট হতে পারতেন। ৩৭ রান করে আউট হওয়া রাহুল যখন রানে ছিলেন, বোলান্ডের বলে প্রথম স্লিপে তাঁর ক্যাচ ছেড়েছেন উসমান খাজা।

রাহুলের পর দ্রুতই বিরাট কোহলিকেও তুলে নেন স্টার্ক। ৭৭ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় ভারত। এরপর বোলান্ড ৬ রানের মধ্যে গিল ও রোহিত শর্মাকে ফেরালে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ৫ উইকেটে ৮৭ রান। ঋষভ পন্ত পাল্টা আক্রমণকে অস্ত্র বানাতে গিয়েও পারেননি, আউট হয়ে ফিরেছেন ৩৫ বলে ২১ রান করে। পন্ত যেটা পারেননি, সেটাই করে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন নীতীশ কুমার। তিনটি করে চার ও ছক্কায় ৫৪ বলে ৪২ রান করেও অবশ্য ভারতের রানটা দুই শতে নিয়ে যেতে পারেননি তিনি।

সেটা হয়নি 'লেজ ছেঁটে ফেলায়' বিশেষজ্ঞ স্টার্ক শেষ দিকে আবার জ্বলে ওঠায়। ইনিংসের ৩৯তম ওভারে এসে তিনি ফেরান ২২ বলে ২২ রান করা রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও হর্ষিত রানাকে। এরপর কামিন্স এসে বুমরাকে তুলে নেওয়ার পর নীতীশ কুমারকে ফিরিয়ে শুরুর মতো শেষটাও করেন স্টার্ক।

ভারতের ব্যাটিং লাইনআপকে স্টার্ক এলোমেলো করে দেওয়ার পর আলোচনা ছিল একটাই;বুমরাকে কীভাবে সামলাবেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা। বিশেষত কথা হচ্ছিল মারনাস লাবুশেনকে নিয়ে। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫২ বলে ২ রান করে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ৩ রান। এর পর থেকেই সমালোচকদের আতশ কাচের নিচে তাঁর ব্যাটিং। সর্বশেষ ১০ ইনিংসে মাত্র ১২৩ রান করেছেন লাবুশেন। এর মধ্যে আবার ৯০ রান এসেছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মার্চে এক ইনিংস থেকে। এ বছর টেস্টে তাঁর গড় এখন পর্যন্ত ২৪.৫০, আগের বছর ছিল ৩৪.৯১। ২০২৩ সালের আগের চার বছর এই লাবুশেনেরই গড় ছিল ৬০-এর ওপরে!

তবে দিবারাত্রির টেস্টের প্রথম দিনের শেষবেলায় বুমরাকে ভালোই সামলেছেন লাবুশেন। বুমরা অবশ্য দ্রুতই ফিরিয়েছেন খাজাকে। ৩৫ বলে ১৩ রান করে তিনি আউট হয়েছেন দলের ২৪ রানে। এরপর আর কোনো উইকেট পড়তে না দিয়ে ১ উইকেটে ৮৬ রান নিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের প্রথম ইনিংসের চেয়ে পিছিয়ে আছে তারা ৯৪ রানে। ম্যাকসোয়েনি ৩৮ ও লাবুশেন ২০ রান নিয়ে উইকেটে আছেন। বুমরা অবশ্য আরও একটি উইকেট পেতে পারতেন; কিন্তু ৩ রানে নাথান ম্যাকসোয়েনির ক্যাচ ছেড়েছেন উইকেটকিপার পন্ত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব মিলিয়ে এই নিয়ে বুমরার বলে নয়টি ক্যাচ ছেড়েছেন উইকেটকিপাররা। এর মধ্যে আটটিই ছেড়েছেন পন্ত।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ১ম ইনিংস ৪৪.১ ওভারে ১৮০ (নীতীশ ৪২, রাহুল ৩৭, গিল ৩১, অশ্বিন ২২, পন্ত ২১; স্টার্ক ৬/৪৮, কামিন্স ২/৪১, বোলান্ড ২/৫৪)।

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ৩৩ ওভারে ৮৬/১ (খাজা ১৩, ম্যাকসোয়েনি ৩৮*, লাবুশেন ২০*; বুমরা ১/১৩, সিরাজ ০/২৯, হর্ষিত ০/১৮, নীতিশ কুমার ০/১২, অশ্বিন ০/০)।

রিভার্স স্কুপে নীতীশের ছক্কা! বাক্‌রুদ্ধ বোলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাঁচ দিনের ক্রিকেটে ২০ ওভারের ক্রিকেটের শট। অ্যাডিলেডে ভারতীয় দলের ব্যাটিং ভরাডুবির মধ্যে এক শটে মন জিতে নিলেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। স্কট বোল্যান্ডকে রিভার্স স্কুপে ছক্কা মেরেছেন নীতীশ।

মিচেল স্টার্কের ৬ উইকেট নেওয়াকে ছাপিয়ে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দিন-রাতের টেস্টের প্রথম দিনের শেষে আলোচনায় উঠে এসেছে নীতীশের ছক্কা। নীতীশের হাতে ছক্কা খেয়ে এক রকম বাক্ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বোল্যান্ড।

পার্থ টেস্টে প্যাট কামিন্সকে প্রায় বসে স্কুপ করে ছয় মেরেছিলেন ঋষভ পন্থ। অনেকটা সে ভাবেই বোল্যান্ডের বল মাঠের বাইরে পাঠিয়েছেন নীতীশ। ভারতের ইনিংসের ৪২তম ওভারের দ্বিতীয় বলটি খারাপ করেননি বোল্যান্ড। অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে বল রেখেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জোরে বোলার। নীতীশ দ্রুত নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে পয়েন্ট এবং গালির মাঝামাঝি অংশ দিয়ে রিভার্স স্কুপে বল পাঠিয়ে দেন মাঠের বাইরে।

নীতীশের এই শট দেখে হেসে ফেলেন ২২ গজের অন্য প্রান্তে থাকা যশপ্রীত বুমরা। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। এক রকম হতভম্ব হয়ে যান বোল্যান্ড। নীতীশের এই শট পার্থে মারা পন্থের শটের সঙ্গে তুলনীয়।

নীতীশের ছয় দেখে উচ্ছ্বাস গোপন করেননি অ্যাডিলেড টেস্টের ধারাভাষ্যকারেরাও। গাওস্কর বলেন, ''পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নীতীশ নিজেকে দারুণ ভাবে প্রয়োগ করেছে। অসাধারণ রিভার্স স্কুপ। আগ্রাসী ব্যাটিং করছিল। ফিল্ডারেরা প্রায় সকলে ৩০ গজের মধ্যে ছিল। দারুণ ভাবে সুযোগ কাজে লাগিয়েছে নীতীশ। রিভার্স স্কুপ মারার জন্য সঠিক বল বেছে নেওয়ার পাশাপাশি ঠিক জায়গায় নিজের পা নিয়ে যেতে পেরেছে। ২২ বছরের তরুণের কাছে এমন সাহসী শট দেখা যায় না। বিশেষ করে যে সবে নিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমেছে। ভীষণ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে ব্যাট হাতে। আত্মবিশ্বাস না থাকলে এমন শট মারা যায় না।''

বৈভবের দাপটে এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারত, রবিবার প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৩ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর দাপুটে ব্যাটিংয়ের সুবাদে অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত। সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৭ উইকেটে হারাল মহম্মদ আমানের দল। প্রথমে ব্যাট করে ১৭৩ রান করে শ্রীলঙ্কা। জবাবে ২১.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৫ ভারতের। অন্য সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। ফাইনাল রবিবার।

ছোটদের এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারল না শ্রীলঙ্কা। ১৭৪ রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে প্রথম থেকেই আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন ভারতীয়রা। আয়ুষ মাত্রে ২৮ বলে ৩৪ রানের ইনিংস খেলেন। অন্য ওপেনার বৈভব আরও বিধ্বংসী মেজাজে ছিল। ১৩ বছরের বিহারের ব্যাটার ৩৬ বলে করল ৬৭ রান। ৬টি চার এবং ৫টি ছক্কা এল ১ কোটি ১০ লাখ টাকার ব্যাটারের ব্যাট থেকে। প্রতিযোগিতার প্রথম দু'টি ম্যাচে তেমন রান না পাওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল বৈভবকে। ১৩ বছরের কিশোর আবারও ব্যাট হাতে প্রমাণ করে দিল রাহুল দ্রাবিড়েরা তাঁর উপর বিনিয়োগ করে ভুল করেননি। এ ছাড়াও ভাল ব্যাট করলেন সি আন্দ্রে সিদ্ধার্থ (২২), আমান (অপরাজিত ২৫) এবং কেপি কার্তিকেয় (অপরাজিত ১১)। শ্রীলঙ্কার কোনও বোলারই ভারতীয়দের আগ্রাসী ব্যাটিং থামাতে পারেননি। কিছুটা ভাল বল করেছেন প্রবীণ মনীষা। তিনি ২৭ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

এর আগে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার অনূর্ধ্ব ১৯ দলের অধিনায়ক বিহাস থেউমিকা। কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি দ্বীপরাষ্ট্রের ব্যাটারেরা। ৪৬.২ ওভারেই শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। ১৭৩ রানের ইনিংসে বলার মতো খেলেছেন শুধু দু'জন। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা শারুজন শন্মুগনথন করেন ৭৮ বলে ৪২। তবে দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেয় পাঁচ নম্বরে নামা লকভিন আবেসিংঘের ১১০ বলে ৬৯ রান।

ভারতের কোনও বোলারের বিরুদ্ধেই তেমন সুবিধা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ব্যাটারেরা। আমনের দলের সফলতম বোলার চেতন শর্মা ৩৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। বাংলার জোরে বোলার যুধাজিৎ গুহও সাফল্য পেলেন। ১৯ রানে ১ উইকেট তাঁর। ৩২ রানে ২ উইকেট কিরণ চোরমালের। ৩৭ রান খরচ করে ২ উইকেট নিয়েছেন আয়ুষ।

প্রতিযোগিতার অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশের কাছে হেরে গেল পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব ১৯ দল করে ৩৭ ওভারে ১১৬ রান। সর্বোচ্চ ফারহান ইউসুফের ৩২। বল হাতে নজর কাড়লেন বাংলাদেশের ইকবাল হোসেন ইমন। ২৪ রানে ৪ উইকেট তাঁর। জবাবে ২২.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১২০ রান করে বাংলাদেশ। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেন অধিনায়ক আজিজুল হাকিম। তিনি ৪২ বলে ৬১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন।

একঝাঁক তারকার সঙ্গে রেড রোডে ম্যারাথনে পা মেলাবেন প্যারিস অলিম্পিকের পদকজয়ীও

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর কয়েকদিনের অপেক্ষা। ১৫ ডিসেম্বর শীতের সকালে টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫ কে ম্যারাথনের আসর বসছে কলকাতার রেড রোডে। নবম বর্ষে পড়েছে এই ম্যারাথন। এবারের থিম, 'আমার কলকাতা সোনার কলকাতা।' যেখানে খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে নামবেন ম্যারাথনাররা। গত বছরের পুরুষদের ২৫ কিলোমিটারে কেনিয়ার ড্যানিয়েল এবেনিও ও মহিলাদের ইথিওপিয়ার সুকুমে কেবেদে এবারও আসবেন। এবেনিও বলেন, 'কলকাতার রাস্তা খুব ভালো। দৌড়ানোর পক্ষে আদর্শ। নিজের সময় আরও ভালো করে খেতাব দখলে রাখার সেরা সুযোগ পাচ্ছি।' জানা গেছে, ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্সের গোল্ড লেবেল ২৫কে রেসে বিশ্বের তাবড় অ্যাথলিটরাও অংশ নিচ্ছেন। এছাড়া, ২০১৭ সালে কলকাতা রেস জেতা ডেগিতু আজিমেরাও (ইথিওপিয়া), যিনি ২০২৪ সালে বার্সেলোনা ম্যারাথন ২১৯৫২ সময়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন, তিনি এবারে আসছেন কলকাতায়। এছাড়া এবছরই ডেলি হাফ ম্যারাথন জয়ী আলেমান্দিস এয়ায়ু (ইথিওপিয়া) এবার প্রথমবারের মতো ২৫ কিলোমিটার দৌড়ে প্রতিযোগিতা করবেন। প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের অন্যতম আকর্ষণীয় নাম হল কেনসন তিপকটো (কেনিয়া), যিনি ২০২৪ সালে টোকিও ম্যারাথন জিতেছেন ২০২১৬ সময়ে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী। এছাড়া হায়মানোট আলেগু (ইথিওপিয়া), যিনি কলকাতার গত বছর তৃতীয় স্থানে ছিলেন, তাঁর উপস্থিতি এই রেসকে আরও জমজমাট করে তুলবে। এই বিশাল ইভেন্টে, মোট ২০,০০০- অ্যামেচার অংশগ্রহণ করবেন। এবারের মোট পুরস্কারমূল্য ১,৪২,২১৪ মার্কিন ডলার। প্রথম তিন স্থানাধিকারীরা পাবেন যথাক্রমে ১৫ হাজার, ১০ হাজার ও ৭ হাজার মার্কিন ডলার করে। পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পুরস্কারমূল্যের কোনও তারতম্য থাকছে না।

আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিক মহমেডানের

পঞ্জাব এফসি
২ (মাজসেন, মারজিয়াক)

মহমেডান ০

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলে আবার হারল মহমেডান। শুক্রবার দিল্লিতে অ্যাওয়ে ম্যাচে পঞ্জাব এফসি-র কাছে ০-২ গোলে হারল তারা। আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিক হয়ে গেল মহমেডানের। ১০ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরেই রয়ে গেল তারা। পঞ্জাব ১০ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে উঠে এল তিন নম্বরে। এমনিতেই মহমেডান কোচ আন্দ্রে চের্নিশভের চাকরি থাকবে কি না তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। এই হার আরও চাপ বাড়াল তাঁর উপরে।

মহমেডানের পুরনো রোগ যে কবে সারবে তা কেউই বলতে পারছেন না। কোচের রণনীত দেখে বোঝাই গিয়েছে তাঁর কাছে কোনও দ্বিতীয় পরিকল্পনা নেই। হাতে ভাল ফুটবলার না থাকায় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের নিয়েই খেলাতে হচ্ছে। তবে ভাগ্য তাতে কিছুতেই বদলাচ্ছে না। ফুটবলারেরা সেই একই ভুল করছেন যা তাঁরা আগের বেশির ভাগ ম্যাচে করেছেন।

দ্বিতীয়ার্ধে মহমেডানের ভেঙে পড়ার গল্প এই ম্যাচেও দেখা গিয়েছে। তবে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে তাদের ভুগিয়েছে গোল নষ্ট করার প্রবণতা। নিজেরা যা সুযোগ পেয়েছিল তা ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে জয় না হোক, অন্তত ড্র করে ফিরতে পারত। তবে সামাদ আলি মল্লিক, ফ্রাঙ্কা, রেমসাঙ্গাদের ভুলের খেসারত দিয়ে ফিরতে হচ্ছে শূন্য হাতেই।

প্রথমার্ধে দুই দলই সহজ কিছু সুযোগ নষ্ট করেছে। লুকা মাজসেনের একটি শট লেগেছে পোস্টে। না হলে তখনই মহমেডান পিছিয়ে পড়ত। এ ছাড়া সামাদ, ফ্রাঙ্কা সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। বেশির ভাগ সময়টাই খেলা হয়েছে মাঝমাঠে। দুটি দলই বল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে খেলার চেষ্টা করেছে। তবে আগ্রাসনে এগিয়ে ছিল পঞ্জাবই।

দ্বিতীয়ার্ধের দশ মিনিটের মধ্যে পঞ্জাবকে এগিয়ে দেন মাজসেন। ডান দিক থেকে ফিলিপ মারজিয়াকের শট পোস্টে লেগে ফেরার পর মহমেডানের ডিফেন্ডারেরা তা ক্লিয়ার করতে পারেননি। অমরজিৎ সিংহ কিয়ামের ভুলের সুযোগ নিয়ে জোরালো শটে গোল করেন মাজসেন। দ্বিতীয় গোল আট মিনিট পরেই। এ বার বক্সের বাইরে থেকে এজেকিয়েল ভিদালের পাসে বাঁ পায়ের শটে ভাস্কর রায়কে পরাস্ত করেন মারজিয়াক।

জোড়া গোলের পর একটি পেনাল্টির আবেদন করেছিল মহমেডান। তবে ফ্রাঙ্কাকে ফাউল করা হয়েছিল বক্সের ঠিক বাইরে। সেখান থেকে আলেক্সিস গোমেজরে শট অনেক উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাকি সময়ে মহমেডানের খেলার মধ্যে সেই তীক্ষ্ণতা দেখা যায়নি যার ফলে তারা দু'টি গোল শোধ করতে পারে।

ছাড়বেন না খেলবেন! সিদ্ধান্তহীনতায় কোহলি দিলেন উইকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়া সফরে দ্বিতীয় টেস্টের শুরুটাও ভাল করতে পারল না ভারতীয় দল। অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টের প্রথম ইনিংসে আবার ব্যর্থ হলেন বিরাট কোহলি। ব্যাটিং অর্ডারের ছ'নম্বরে নেমে রান পেলেন না রোহিত শর্মাও। পার্থে ২৯৫ রানে জেতা ভারতীয় দলের ব্যাটারদের দুর্বলতা ধরে ফেলেছেন প্যাট কামিন্সেরা। আয়োজকদের পাতা ফাঁদে পা দিলেন কোহলির মতো ব্যাটারও। মিচেল স্টার্ক, কামিন্সেরা গোটা ইনিংসেই চাপ ধরে রাখলেন ভারতের উপর।

টস জিতে গোলাপি বলের টেস্টে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রোহিত। ইনিংসের প্রথম বলেই ভারতকে ধাক্কা দেন স্টার্ক। আউট হয়ে যান যশস্বী জয়সওয়াল (শূন্য)। শুরুর ধাক্কা সামলে দলের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অপর ওপেনার লোকেশ রাহুল এবং তিন নম্বরে নামা শুভমন গিল। দলের ৬৯ রানের মাথায় রাহুল (৩৭) আউট হওয়ার পর ভারতের ইনিংসে আর প্রয়োজনীয় জুটি তৈরি হল না। প্রথম টেস্টে শতরান করা কোহলিকে নিয়ে আশায় ছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু কামিন্সদের ফাঁদে ধরা পড়ে গেলেন কোহলি।

খেলবেন না ছাড়বেন, এই দ্বিধায় কোহলি উইকেট দিলেন স্টার্ককে। তাঁর আট বলের ইনিংসে রয়েছে একটি চার। সেই শটেও আউট হতে পারতেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। ২২ গজে এসে প্রথম স্টার্কের বল খেলেন কোহলি। প্রথম ছিল সঠিক লেংথে। রক্ষণাত্মক ভাবে খেলেন কোহলি। দ্বিতীয় বল লেংথে অফ স্টাম্পের একটু বাইরে রাখেন স্টার্ক। ছেড়ে দেন কোহলি। তৃতীয় বলটি খেলেন স্কট বোল্যান্ডের। ঠিক দ্বিতীয় বলের মতোই অফ স্টাম্পের একটু বাইরে লেংথে পড়া বল ছাড়েন কোহলি। চতুর্থ বলটিও একই রকম করেছিলেন বোল্যান্ড। কোহলি একটু ঝুঁকি নিয়ে ব্যাট চালান। গালি এবং পয়েন্টের ফাঁক দিয়ে বল চলে যায় মাঠের বাইরে। চার হলেও একটু এ দিক-ও দিক হলেই আউট হয়ে যেতে পারতেন কোহলি। ভুল বুঝে সংযত হন তিনি। পঞ্চম বলটিও একই রকম করেন বোল্যান্ড। ছেড়ে দেন কোহলি। ষষ্ঠ বলও ছিল এক রকম। অফের দিকে ঠেলে রান নেওয়ার চেষ্টা করেন কোহলি। কিন্তু আগ্রহ দেখাননি শুভমন। সপ্তম বলটি ফুল লেংথে ফেলেন বোল্যান্ড। এক্সট্রা কভারে ড্রাইভ করেন কোহলি। দৌড়ে ৩ রানও নেন। এই শট দেখে মনে হয়েছিল, কোহলি প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে ফেলেছেন। আসলে অস্ট্রেলিয়ার বোলারেরা কোহলির জন্য এত ক্ষণ ধরে ফাঁদ তৈরি করছিলেন। পরের ওভারের প্রথম বলে আবার স্টার্কের মুখোমুখি হন কোহলি। এ বার অফ স্টাম্পের ঠিক বাইরে একটু খাটো লেংথের বল করেন স্টার্ক। বুকের উচ্চতায় ওঠা বলটি ছেড়ে দিতে চেয়েও পারেননি। ব্যাট লেগে যায়। কোহলি শেষ মুহূর্তে বাঁ হাত ব্যাট থেকে সরিয়ে নিলেও লাভ হয়নি। ক্যাচ জমা পড়ে দ্বিতীয় স্লিপে থাকা স্টিভ স্মিথের হাতে। কোহলির (৭) মতোই আউট হয়েছিলেন রাহুল। তবু ভারতীয় শিবির অস্ট্রেলীয়দের পরিকল্পনা পড়তে পারেনি।

কোহলির পর একে একে আউট হয়ে যান শুভমন (৩১), ঋষভ পন্থ (২১), রোহিত (৩)। ১০৯ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারতীয় শিবির। ভারতের মান বাঁচল নীতীশ কুমার রেড্ডি (৪২) এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের (২২) ব্যাটে। শেষ দিকে তাঁরা দু'জনেই আগ্রাসী মেজাজে খেলে যতটা সম্ভব রান তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ভারতের ইনিংস ১৮০ রানে গুটিয়ে দেওয়ার মূল কারিগর স্টার্ক। ৪৮ রানে ৬ উইকেট নিলেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটে এটাই তাঁর সেরা বোলিং। কামিন্স ৪১ রানে ২ উইকেট এবং বোল্যান্ড ৫৪ রানে ২ উইকেট নিলেন।

দিনের শেষে সুবিধাজনক জায়গায় অস্ট্রেলিয়া। কামিন্সদের রান ১ উইকেটে ৮৬। ৯৪ রানে এগিয়ে থাকলেও স্বস্তিতে নেই রোহিতেরা। উইকেটের পিছনে একাধিক ভুল করতে দেখা গেল পন্থকেও। তাঁর ভুলেই নাথাম ম্যাকসুইনিকে আউট করার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে ভারতের। যশপ্রীত বুমরার বলে প্রথম স্লিপে ক্যাচ দেন ম্যাকসুইনি। কিন্তু ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরতে পারেননি পন্থ। বল তাঁর হাতে লেগে রোহিতের কব্জিতে লাগে। অথচ রোহিত সহজেই ধরতে পারতেন ক্যাচটি। সে সময় ম্যাকসুইনির রান ছিল ৩। দিনের শেষে তিনি অপরাজিত রয়েছেন ৩৮ রানে। ২২ গজে তাঁর সঙ্গী মার্নাস লাবুশেন (২০)। ১৩ রান করে আউট হয়েছেন উসমান খোয়াজা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**